পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানে তারিখ

দশচক্র

কৌতুক-নাট্য।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত;
প্রথমাভিনয় রজনী, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
প্রণীত।

প্রকাশক, শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী,
৬৫, হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পূর্ব্ব-কথা।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত, 'মুক্তির উপায়' শীর্ষক ছোট গল্পটি, প্রধানতঃ, অবলম্বন করিয়াই 'দশচক্র' রচিত হইয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে, আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, সুপ্রসিদ্ধ প্রহসনকার, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়, প্রহসনের পক্ষে বর্ত্তমান গল্পটির উপযোগিতার উল্লেখ করেন এবং এটি অবলম্বন করিয়া স্বয়ং প্রহসন রচনা করিবার কল্পনাও তাঁহার মনে স্থান পায়। কিন্তু আমার অনুরোধে ও আমার প্রতি স্নেহবশতঃ, তিনি এ কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের যে পরিমাণ ক্ষতি হইল, তজ্জন্য আমিই দায়ী!

বঙ্গ রঙ্গালয়ে, কুরুচিপূর্ণ রসিকতা অবাধে প্রশ্রয় পাইতেছে। তাহার সংশোধনে, দর্শকবৃন্দের চেষ্টা ত নাই-ই, বরং তাঁহাদিগের সঘন আনন্দোচ্ছ্বাস ও করতালিবর্ষণ, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের আগ্রহেরই পরিচয় প্রদান করে, ইহাপেক্ষা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়, আর কি আছে! সুরুচিসঙ্গত রসিকতার অবতারণাকল্পেই 'দশচক্রে'র সৃষ্টি! সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই, আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব!

কয়েকটি কৃতবিদ্য সাহিত্যিক বন্ধুর আগ্রহে, 'দশচক্র' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে অনুমতি প্রদান করিয়া, আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

উপাখ্যান-ভাগে, নাট্যকারের মৌলিকতা নাই বলিয়া, ইহার প্রকাশে আমি কুণ্ঠিত ছিলাম; কিন্তু বন্ধুবর্গ আমার প্রতি পক্ষপাতিতা-প্রযুক্ত ইহার ব্যঙ্গ ও রসাত্মকতার প্রচারকল্পে সমধিক উদ্যোগী। এ কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে, আমাদিগের উর্ব্বর বাঙলা দেশে একশ্রেণীর অকালপক্ক, ও তথাকথিত সর্ব্বজ্ঞ সমালোচক-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে—সুধী সমালোচকবর্গ ক্ষমা করিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহারা কোনরূপ জবরদস্ত চীৎকারে অবসর না পান, এতদভিপ্রায়েই, বাধ্য হইয়া, এই অপ্রিয় কথা বলিতে হইল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভবানীপুর,

২২শে ফাল্গুন, ১৩১৬।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিন্নহৃদয়েষু—

ছোটমামা,

আমার সাহিত্য-সেবায় তোমার আশৈশব সহানুভূতি স্মরণ করিয়া, এখানি তোমারি হাতে দিলাম।

সৌরীন।

রঙ্গোক্ত পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষ।

ফকিরচাঁদ ঘোষাল	... ...	চাকলাগ্রামের গৃহস্থ যুবক।
ষষ্ঠিচরণ চক্রবর্ত্তী	... ...	নবগ্রামবাসী বৃদ্ধ গৃহস্থ।
মাখনলাল	... ...	ঐ পুত্র।
হাবুল ও নবীন	... ...	মাখনের বন্ধুদ্বয়।
কেষ্টা	... ...	ষষ্ঠিচরণের ভৃত্য।

দারোগা, উকিল, পাইকদ্বয়, প্রতিবেশীগণ, প্রভৃতি।

নারী।

মহামায়া	... ...	ফকিরের মাতা।
হৈমবতী	... ...	ঐ স্ত্রী।
সুবালা	... ...	হৈমবতীর সম্পর্কীয়া ভগ্নী।
কামিনী, মুরলা	... ...	মাখনের স্ত্রীদ্বয়।

বৃদ্ধা দাই, মাখনের পুত্রকন্যাগণ, মতি গোয়ালিনী, রমণীগণ বালিকাগণ, প্রভৃতি।

দশচক্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চাকলা—ফকিরচাঁদের কক্ষ।

হৈমবতী ও সুবালা কক্ষমধ্যে শয্যার উপর বসিয়া, ক্রুশে-বোনা লেশ দেখিতেছিল ; দেখিয়া সেগুলি বিছানার উপর রাখিয়া দিল।)

সুবালা। তাহলে, আজ উঠি, ভাই, পাল্‌কী এসেছে।

হৈমবতী। আর তর সইলোনা—অমনি পাল্‌কী এসেছে! এ'ত আর জলে পড়নি।

সুবালা। তা পড়িনি, তবে রাত হয়ে যাচ্ছে ত!

হৈমবতী। না, না, আর একটু বসো, কতদিন পরে দেখা হলো—একরকম বনবাসে আছি।

সুবালা। হ্যাঁ, বনবাস বৈ কি! তবে, সীতার বনবাস নয়, এই যা!

হৈমবতী। তা না ত আর কি, ভাই! দুটো মনের কথা ক'বার লোক পাইনা—

সুবালা। কেন, পাড়ার মেয়েরা আসে না?

হৈমবতী। আসবেনা কেন! তবে, ভাই, তোমার কাছে আর বলতে কি! তাদের সামনে কি ভালো করে প্রাণ খোলা যায়? কেবলি সব ঝিঙে-পটলের হিসেব, না হয় পরের কুচ্ছো নিয়েই আছে!

সুবালা। তা বটে, তোমার আবার সাহিত্যিক প্রাণ কিনা! ত
ফকিরবাবু ত বেশ রসজ্ঞ!

হৈমবতী। হ্যাঁ, খুব!

সুবালা। ভালো কথা, তোমার যেন কেমন পরিবর্ত্তন দেখছি,
অত তোমার হাসিঠাট্টা করা স্বভাব, এবার যেন কিছু গম্ভীর হয়েছ! ত
ছাড়া ফকিরবাবুর কথা একটাও বললে না—কেমন ভাব-সাব যাচ্ছে?

হৈমবতী। আমি ত আর কনে বৌটি নই, ভাই, শত্রুর মুখে
ছাই দিয়ে ছ'ছবছর বিয়ে হয়েছে, এখনো পূর্ব্বরাগের কথা? কি
ছেলেমানুষী!

সুবালা। একে ছেলেমানুষী বল! আমি ত আট বছর ধরে কারে
সঙ্গে কথা কবার কিছু খুঁজেই পেতুম না। কেমন করে লুকিয়ে আমাদে
বাড়ী যেত, চিঠি-পত্রে কত রকম-বেরকমের সম্বোধন লিখত, বিরহের ক
সে ব্যথাভরা কথা, বাপের বাড়ী আসবার আগের দিন রাত্রে কত মান
অভিমান, চোখের জল, দীর্ঘনিশ্বাস—এ সব শুনতে শুনতে লোকের কা
ত ঝালাপালা হয়ে গেছল—কত লোকে বেহায়া বল্‌তো, তবু আমা
চৈতন্য হোতনা—

হৈমবতী। তা, ভাই, সকলের চৈতন্য ত আর এক সময়েই হয় না

সুবালা। বেশ, বেশ! তা যখন বসিয়েই একটু রাখ্‌লে, তখন শু
কথার খাতির খাট্‌ছে না। একটি গান, এখন, আমাকে শোনাতে হবে

হৈমবতী। তাইত, তোমার যে মাথা গরম হয়ে উঠল, দেখছি
ও সব বাই আর কেন, ভাই? গল্প-স্বল্প কর!

সুবালা। ভবী ভুলছে না! গান না শুনে আমি ছাড়ছিনা। এে
সমস্ত রাতই থাকতে হয়, আর পাল্‌কীই ফিরিয়ে দিতে হয়!

শচক্র।

হৈমবতী। উঃ, কি বীরত্ব, সুবাদি! কিন্তু তা হলে দ্বিজেনবাবুর
র ওদিকে পতন ও মূর্চ্ছা হবে।

সুবালা। ওগো, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথাটা বলো!

হৈমবতী। তা, তুমি মত করিয়ে দাওনা, তোমার সঙ্গে গিয়ে এক
স কাটিয়ে আসছি।

সুবালা। হুঁা, ফকিরবাবু তারপর ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়ুন! ও
ধা ও নাচবে না, দশ মণ তেলও পুড়বে না। তুমি একটা গান গাও,
ন গাও, এখন ত আর পাড়ার লোকে নিন্দে করতে আসছে না।

হৈমবতী। আমার শাশুড়ী কি মনে করবেন!

সুবালা। তোমার শাশুড়ী তেমন লোকই নন্। তোমাকে নিজের
র মতই ভালোবাসেন। আমি ত জানি সব।

হৈমবতী। আসল কথা কি, জানো ভাই, তোমার ভগ্নীপতি বড় রাগ
রবেন। তিনি ও সব ভালোবাসেন না। মেয়েদের বাজে গল্প-উপন্যাস
ড়া, কার্পেট বোনা, সাজগোজ করা, এ সব দুটি চক্ষে দেখতে পারেন
। খালি বলেন, তপজপ কর, ধর্ম্মকর্ম্ম কর, পরকালের কাজ হবে।

সুবালা। বটে, আর ইহকালের কথাটা মনেও আনবে না। ও, তাই
ঝ মাথায় অত বড় টিকি! তা, ওসব কথা যাক্! তুমি এখন গান গাও,
মি দরজা জানলা বন্ধ করে দিচ্ছি। (কথাবৎ কার্য্য।) একটু
গলায় গাইলে কেউ শুনতেও পাবেনা। অমন গলা, ভাই, তোম
য় কতদিন তোমার গান শুনিনি! নাও, গাও, কেউ শুনতে পাবে
এমন
নয়!
ক?

হৈমবতী। আচ্ছা বাতিক! চর্চ্চা-টর্চ্চা ত নেই আর, সুবিধা
ক বলে ত মনে হয় না।
। পাগল
া!

সুবালা। নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভালো।

প্রস্থান।

হৈমবতী। তা নয়, ভাই, কাণা মামাকে আগলে বেড়ানো, (
একটা ভারী হাঙ্গামা।

সুবালা। আবার কথা কাটাকাটি করে!

হৈমবতী। এই যে গাইছি, গাইছি, একটা নূতন গান তবে শোন,-

হৈমবতী

গীত।

বাঙলা দেশে ঘর আমাদের, বাঙলা দেশে বাস!
ঘেরা টোপেই ঘেরা আছি, আমরা বারোমাস।
রুদ্ধ বাতাস, রুদ্ধ আকাশ, রুদ্ধ বাতায়ন,
একটু বুঝি ফাঁক পেলে, প্রাণ করবে পলায়ন,
(তাই) পাঁচিলঘেরা, পিঁজরে-পোরা—এমনি সমাজ-পাশ!
লেখাপড়া শিখতে মানা, পাছে, জেনে ফেলি সব,
পাছে তাঁদের সুখের নিদ্রা, ভাঙায় মোদের কলরব!
রান্নাবান্না মানের কান্না,—দুয়ের মাঝেই করি বাস।
নাইক নিজের চিন্তা কিছু, নাইক নিজের দুঃখ-সুখ,
তাঁদের পায়ে ফোটে কাঁটা, তাইত পেতে আছি বুক—
তাঁরাই লক্ষ্য, মোরা ভক্ষ্য,—এমনি প্রেমের কঠিন ফাঁস!
তাঁদের তরেই বাঁচা মোদের, নইলে কিসের বাঁচা, হায়,
তাঁদের যদি বাজে ব্যথা, সরে পড়াই সদুপায়,
লাঠি-জুতো সইতে হবে, চেঁচাই যদি, সর্ব্বনাশ!

কথার

হৈম ালা। আহা, চমৎকার!

ও সব বাহ বতী। এখন, বখশিস্?

সুবা ালা। সেটা আমার ভগ্নীপতির কাছ থেকেই নিও—

সমস্ত রাত াবতী। বটে, জুচ্চুরি!

শচক্র।

(নেপথ্যে—দ্বারে করাঘাত-শব্দ)

ঐ দেখ, বুঝি শুনতে পেয়েছে! ছি, ছি, কি লজ্জা—বৌমানুষ গান গাচ্ছে!

সুবালা। আমি যদি পুরুষ মানুষ হতুম, তাহলে, বটে, লজ্জার কথা ছিল, কিন্তু আমিও নারী!

সুবালা দ্বার খুলিয়া দিল।

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। রাত হয়ে যাচ্ছে মা—তাঁরা যখন পাল্‌কী আর লোক পাঠিয়ে দেছেন, তখন যেতেই ত হবে। এ'ত আর সহর নয়, পথঘাট অন্ধকার, বেশী রাত করাটা ঠিক নয়! আর একদিন সকালে [illegible]ত পাঠাবো, সেদিন সারাদিন থেকো। রাত্রে রাখবার তাঁদের যদি [illegible] না হয়, তা হলে, তা'ও থেকো।

সুবালা। তাই করবেন, মা, আমি আবার বেশী দিন থাকবো না আমার মাস্-শাশুড়ীর মেয়ে-জামাই জোড়ে ফিরলেই, আমাকে চলে [illegible]তে হবে। (মহামায়াকে প্রণাম করিয়া, হৈমবতীর প্রতি) তা হলে, [illegible]জ আসি, ভাই!

হৈমবতী। (মহামায়া ও সুবালাকে প্রণাম করিয়া) বলবার দরকার কি? এমন আসতে কে বলেছিল? না দেখা তবু ভালো ছিল। এমন [illegible]টুখানির জন্য দেখা দিয়ে শুধু মন-কেমন করিয়ে দেওয়া, বই ত নয়!

সুবালা। (হৈমবতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া) রাগ হলো না কি?

মহামায়া। ওর কথা শোন কেন, মা! ও আমার অমনি পাগল সকলকে ও নিজের কাছেই রাখতে চায়! মা আমার লক্ষ্মী!

সকলের প্রস্থান।

ফকিরচাঁদের প্রবেশ।

ফকিরচাঁদ। (বিছানার উপর পতিত লেশটা তুলিয়া দেখিল, পরে, অনুচ্চস্বরে)

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।

ধর্ম্মই একমাত্র নিত্য বস্তু!

হৈমবতীর পুনঃ-প্রবেশ।

হৈমবতী। (নিম্নকণ্ঠে, সুরে)—

এস জীবন-দেবতা,
হৃদয় শূন্য, আলোকে পূর্ণ
কর, হৃদাকাশ-সবিতা!

ফকির। (বিষম বিরক্তির সহিত) একি, একি, একি!

হৈমবতী। কেন?

ফকির। স্বামীর সঙ্গে বাচালতা,—এই কি আর্য্য আদর্শ? স্বামীকে দেবতা মনে করতে হয়!

হৈমবতী। আমিও ত তাই স্তব করছিলুম!

ফকির। এত তরলতা! ছি ছি, আমার এত শিক্ষা, দীক্ষা, উপদেশ, তার কি এই ফল! এই জন্যইত শাস্ত্রে বলেছে—

হৈমবতী। (করজোড়ে) প্রভু! নাথ—

ফকির। না, দেখ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ। আমার সাধনার পথে ক্রমশ তুমি কণ্টক হয়ে উঠছো। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, ধ কর্ম্মে তার বিঘ্নের কারণ হবেনা, সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর অনুসরণ ক শাস্ত্রে কি বলেছে, জানো—

দশচক্র।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ ॥

বুঝলে ?

হৈমবতী। ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে! স্বামীকে অনুসরণ করতে গিয়ে, কাচা-কোঁচা দিয়ে কাপড় পরতে পারবো না, আমি।

ফকির। আঃ, আমি কি তাই বলছি! নারীত্বটুকু বজায় রেখে, অর্থাৎ, বুঝেছ, বিলাস, আরাম, গল্প, পরিহাস সব ত্যাগ করতে হবে, কারণ, ধর্ম্মের পথ কণ্টকময়!

হৈমবতী। তা হলে, খালি পায়ে, সে পথে, আমি কি করে চলবো? তোমার যেন পায়ে জুতো আছে—কাঁটা ফুটবে না, আমার ত পায়ে জুতো নেই, আর মরে গেলেও, আমি তা পায়ে দিতে পারবো না!

ফকির। আহাহা, তা নয়! তোমাকে নিয়ে ত মহা বিপদে পড়লুম! এ কাঁটা নয়, কণ্টক, কণ্টক! এ কণ্টক চোখে দেখা যায় না!

হৈমবতী। তবে কি কাণে শোনা যায়?

ফকির। আহা, বুঝছনা, এ কণ্টক, অর্থাৎ, এ কণ্টক, কিনা, এই বুঝলে, যেমন ধর্ম্মের হ্রদে ভীষণ হিংস্র জন্তু আর কি!

হৈমবতী। ও বাবা, এত বড় কাঁটা! সে কোন মরা জন্তুর হাড় বুঝি! সেই যেমন কলকেতার সুসাইটিতে দেখেছিলুম।

ফকির। নাঃ, তুমি আমার সমস্ত গাম্ভীর্য্য ধূলিসাৎ করে দিলে।

হৈমবতী। (শশব্যস্তে ভূমিতে 'গাম্ভীর্য্য' অন্বেষণে ব্যস্ত)

ফকির। খুঁজছ, কি?

হৈমবতী। (খুঁজিতে খুঁজিতে) তোমার গাম্ভীর্য্য! কই, পাচ্ছি না ত

খুঁজে। আর কোনখানে হারিয়ে আসনি ত? জামার পকেট ছেঁড়া ছিল, বুঝি!

ফকির! দেখ, এমন কর যদি, তাহলে আমাকে সংসার ত্যাগ করতে হবে!

হৈমবতী। আমাকে নিয়ে ত?

ফকির। বটে! (দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।)

হৈমবতী। না, না, তোমার পায়ে পড়ি—ফেরো, ফেরো। (ফকির ফিরিল) আমার ঘাট হয়েছে!

ফকির। (বিছানার নিকট আসিয়া) আবার তুমি এই সব লেশটেশ বুনছ? সাজসজ্জার আসবাব যত!

হৈমবতী। ওত আগেকার বোনা—সুবাদিদি এসেছিল, দেখতে চেয়েছিল, তাই বের করেছিলুম।

ফকির। দেখ, আর্য্যনারীর আদর্শ ত্যাগ, ভোগ নয়। এত করে তোমাকে বোঝাই, তবু তোমার জ্ঞান হয় না? ছিঃ—

হৈমবতী। কোন ত্রুটি আর দেখেছো কি? (হঠাৎ মাথার কাপড় সরিয়া গেল—তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশ-করণ।)

ফকির। একি, এত বাহার করে খোঁপা তৈয়ের করেছ, কেন?

হৈমবতী। সুবাদিদি ধরে বেঁধে দিয়েছে।

ফকির। তোমার আপত্তি করা উচিত ছিল।

হৈমবতী। করেছিলুম—কিছুতে শুনলে না। মাও বকতে লাগলেন। বেশ, ভয় নেই, এখনি খুলে ফেলছি। (খোঁপা খুলিয়া ফেলিল) হয়েছে?

ফকির। দেখ, এমন বেশবিন্যাসে স্বামীর মোহ উৎপাদনের চেষ্টা করা, স্ত্রীর পক্ষে, বিশেষতঃ, আর্য্যনারীর পক্ষে মহাপাপ! হুঁঃ, বিলাতী

সভ্যতার বিপুল স্রোতে আর্য্য আদর্শ কোথায় গেল, সব! যাচ্ছ কোথা?

হৈমবতী। (গাঢ়স্বরে, নতমুখে) তোমার জন্য পঞ্চপাত্র নিয়ে আসি।

প্রস্থান।

ফকির। 'কাতে কান্তা কস্তে পুত্রঃ। সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।' কেউ কিছু নয়, তবু লোকে এই অসার সংসার নিয়েই মত্ত থাকে! (গলায় গলাবন্ধ ভাল করিয়া জড়াইল) আমার তানপুরোটা কোথায় গেল? ওহো, বাইরের ঘর থেকে আনা হয়নি। থাক্—আহ্নিক সেরে হৈমবতীকে আজ গীতার দশম অধ্যায়টা পড়াতে হবে। ওর বুদ্ধি আছে, তবে সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে মনটা বড় লিপ্ত। বড়ই অন্যমনস্ক! নিরাশ হলে চলবে না ত! গুরুদেবও বলেছেন, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ। (গীতা খুলিয়া)

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি, বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপং॥

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নবগ্রাম—ষষ্ঠিচরণের বাটির দরদলান ।

(মাখনের পুত্রকন্যাগণের মধ্যে কেহ বা শুইয়া ছিল ;
কেহ বা বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল ।)

১ । (শুইয়া) অমা, ভাত দে না, কত বেলা হল, খিদে পায়না বুঝি !

(নেপথ্যে, কামিনী । উনোনের ছাই আছে, খাও গে !)

১ । সে বুঝি খায় ? তুই খা'না !

ষষ্ঠিচরণের প্রবেশ ।

ষষ্ঠি । দাদু ! এ কি ! এরা এখানে এমন করে শুয়ে যে ! বাড়ীতে কেউ নেই, নাকি ! এ্যাঁ, ওঠ ত, ধন !

(নাতিকে বক্ষে তুলিয়া লইল)

১ । আমার খিদে পেয়েছে, দাদা ।

ষষ্ঠি । কেন, দিদি, ভাত খাওনি ?

১ । মা ভাত রাঁধে নি ।

৩ । (মুড়ি খাইতে খাইতে) ভাত ত রান্না হয়নি, আজ, দাদা ।

ষষ্ঠি । রান্না হয়নি ? কেন, ব্যাপার কি ? তোর বাবা কোথায় ?

৪ । (সে মার খাইয়াছিল, কাঁদিয়া উঠিল) বাবা মেলেছে তাতা—এ্যাঁ—

ষষ্ঠি । চুপ কর, ধন, আমি বাবাকে মারবো'খন । তাইত, এ যে হুলস্থূল ব্যাপার, দেখছি । বড় মা কোথা, গা ?

দশচক্র।

কামিনীর প্রবেশ।

ব্যাপার কি, মা? এরা কেউ খায়নি?

কামিনী। রান্না না হলে ত, ছাই পাঁশ খেতে পারে না।

ষষ্ঠি। রান্না হয়নি! কেন?

কামিনী। যার পালা, সে না রাঁধলে, রান্না ত আর আপনা-আপনি হবে না।

ষষ্ঠি। সে কি? আজ ছোট মার পালা নাকি? তাঁর অসুখ করেনি ত?

কামিনী। হ্যাঁ, অসুখ! ভুলেও ত কোনদিন দাঁতে ব্যথাটুকু হতে দেখলুম না! অসুখ!

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। যা মনে আসে, তাই বলা হচ্ছে। আমার অসুখ হলেই বাঁচো! ভালমানুষির কাল নেই ত! ওঁর পালার দিন, আমি রাঁধবো! কেন? কাল রেঁধেছি, আবার আজ রাঁধবো?

কামিনী। কাল রেঁধেছেন বলে আজ রাঁধবেন না! আর যেদিন ঢঙ্ করে ছেলের অসুখ বলে আদিখ্যেতা দেখানো হয়েছিল, সেদিন কার পালা ছিল, আর কে রেঁধেছিল?

ষষ্ঠি। আচ্ছা, চুপ কর ত মা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

মুরলা। তার ত শোধ হয়ে গেছে—যেদিন, সই এসেছিল বলে, সোহাগ ধরেনি, সেদিন কে রাঁধতে গিয়েছিল, আর কার পালা ছিল?

ষষ্ঠি। আহাহা, শোননা, মা, এর জন্যে ছেলেপিলেগুলো উপোসী থাকবে?

কামিনী। কেন, থাকবে না ? যেমন কপাল করে এসেছে, তার ভোগ ভুগতে হবে ত। দায় পড়েছে আমার, কথ্খনো ত রাঁধবোনা, আমি। কেন ? আমিও যে, ও-ও সে ! ও নবাবের মত পায়ে পা দিয়ে বসে থাকবে, আর আমি খেটে মরবো—কেন ? ইঃ, আমি ত আর জলে ভেসে আসিনি !

ষষ্ঠি। যা শুনলুম, তা যদি সত্য হয়, তা হলে ত, বড়মা, তোমারি রাঁধবার পালা !

কামিনী। কেন ? আমার মা-বাপ কি আমাকে হাঁড়িতে জায়গা দিতে পারবে না, নাকি ? এত অবিচার !

ষষ্ঠি। আঃ, এ'ত বড় বিপদে পড়া গেল, দেখছি। মাখন কোথা গেল ?

মুরলা। ছেলেমেয়েগুলোকে মেরে কোথা বেরিয়ে গেল যে !

ষষ্ঠি। তাইত, কি করি, আমি ?

১। ক্ষিদে পেয়েছে, দাদা—

৪। উঁ—বাবা মেলেছে।

২। অ মা, হ্যাঁ, কখন্ সেই দুটী মুড়ি খেয়েছি, খিদে পায়না, বুঝি ?

ষষ্ঠি। দাঁড়া দিদি, কোল থেকে একবার নামত, দাদু, আমি ক্ষেমিকে একবার দেখি। নিজে যদি পারতুম ত রেঁধে দিতুম, তা'ত পারি না—দেখি। এই যে মাখন,—

মাখনের প্রবেশ। কামিনী ও মুরলার প্রস্থান।

বাবা, এঁরা ত রান্না চড়াননি। এখন, উপায় ?

মাখন। আপনি ঝিনাগাঁ থেকে খেয়ে-দেয়ে আসছেন ত ! ব্যস্, ভাববার কোন দরকার নেই।

দশচক্র।

ষষ্ঠি। আর, তুমি?

মাখন। কিছু ভাবতে হবে না। আমি নবীনদের বাড়ী থেকে ভাতটাত খেয়ে আসছি!

ষষ্ঠি। বটে, তা হলে এগুলো এখনো খেতে পায়নি, এদের জন্যে ক্ষেমিকে দেখি, একবার।

মাখন। কেন, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন? আপনি এখনি এলেন, একটু জিরোবেন, চলুন। এদের জন্যে—যাদের ছেলে-মেয়ে তারা ভাববে'খন!

ষষ্ঠি। তুমি রাগ করেছ, বাপু। ঘর-সংসার করতে গেলে, সব সহ্য করতে হয়, বুঝলে! যাই, আমি ক্ষেমিকে দেখিগে!

প্রস্থান।

কামিনীর প্রবেশ।

মাখন। কি, বুড়ো মানুষকে না মেরে সোয়াস্তি হচ্ছে না?

কামিনী। বটে! আমিই মারছি? যত দোষ, নন্দ ঘোষ! এক চোখো হলে, ঐ রকমই হয়, না? আমিই সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছি?

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। না, আমি? একটু বিবেচনাও নেই?

কামিনী। উঃ, উনি আমার নদের পণ্ডিত মশাই এলেন?

মুরলা। (মাখনের প্রতি) তোমার খাওয়া হয়েছে ত?

কামিনী। আহাহা, সোহাগে গলে পড়ছেন যে! সোহাগ ধরে না আর, দরদ কত!

মুরলা। তা, তোমার মত দরদ হবে কোত্থেকে বল? তোমার সঙ্গে পুরোনো ভাব—আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি!

কামিনী। আহা, দেখো, দেখো, ওরে আমার কচিখুকী, টুসকিমুখী, বিবিজান, দেখো, দেখো—

মাখন। তোমরা যে ক্রমশই বড় বাড়িয়ে তুললে! বগী-বিন্দীর জো করে তুলেছ। তোমাদের জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয়! ছি ছি, কারণ নেই, কিছু নেই, শুধু শুধু ঝগড়া করছ!

কামিনী। বটে, আমিই ঝগড়া কচ্ছি, না? যতদিন ও আসেনি, ততদিন আমার মুখে একটি কথাও শুনেছিলে?

মাখন। এখন তাই সুদে-আসলে পুষিয়ে নিচ্ছ? কথায়-কথায়, তাই খাঁড়া ধরে আছ!

কামিনী। বটে, বটে, কেবল আমারি দোষ দেখ—এই ছুঁচো মাগী, পাজী মাগী গুণ করেছে, না?

মুরলা। দেখ, ছোটলোকের মত অমন গাল দিও না, বলছি—ভালো হবে না। তুমি কে, আমাকে কিছু বলবার?

কামিনী। ইস্, চোখ রাঙানো হচ্ছে! মারবে নাকি? মার দুজনে, না হয়—

মুরলা। ছুঁচো মারলে হাতে গন্ধ হয়!

কামিনী। কি? যত বড় মুখ, তত বড় কথা! (আঙুল মটকাইয়া) এই প্রাতর্ব্বাক্যে বলছি, তুই মর্ মর্ মর্।

মাখন। কামিনী, এত তেজ তোমার! মুখ এখনি আঁস্তাকুড়ে ঘসে দোব।

কামিনী। কি, এত হেনস্থা, আমাকে! আমি মরি, মরি, মরি!

(ভূমিতে পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল ; ছেলে-মেয়েদের কাঁদিতে কাঁদিতে 'ওমা, মাগো' রবে চীৎকার।)

মাখন। নাঃ! আমাকে তোমরা পাগল করে মারবে, দেখছি।

কামিনী। (সহসা উঠিয়া) দে, দে, আমার কাছ থেকে সে দিন আটটা পয়সা নিয়ে ছেলেকে খাবার কিনে দিছলি—দে আমার পয়সা, এখনি দে!

মুরলা। আচ্ছা, দো'ব'খন! তোমার বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে দিয়েছিলে, না?

কামিনী। বটে! যত বড় মুখ, তত বড় কথা। জোচ্চোর মাগী! (ঠেলা দিল।)

(মুরলা ঝটকানি দিতে, কামিনী পড়িয়া গেল।)

ওমা, বাবাগো, মেরে ফেললে আমাকে।

(ছেলেমেয়েরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।)

মাখন। চূড়োন্ত হয়েছে! কামিনী, মুরলা, তোমাদের চারপো বাড় হয়েছে! একেবারে নিদান অবস্থা দেখছি! কাল হয়ত আমাকেও অমনি কুমড়ো গড়াবে। থাক বাবা, যত ইচ্ছে, ঝগড়া কর! খাঁড়া ধর, বঁটি ধর, লাঠি ধর, গদা ধর, আর আমি দেখছি না—যা খুসী কর, সংসার আমার মাথায় থাক্! ফকিরী নেবো, তবু এমন সুখের ঘর; করবার আর সথ নেই, বাবা! শর্ম্মা আজ লম্বা দিলেন।

প্রস্থান।

মুরলা। (ওর প্রতি) দেখ্‌ত ভোলা, কোথা গেল?

ভোলার ছুটিয়া প্রস্থান।

কামিনী। হতভাগী, সর্ব্বনাশী, পোড়ারমুখী, মর্, মর্, মর্—দুটি চক্ষের মাথা খা।

মুরলা। তোমার তাই হোক্, তোমার তাই হোক্ !

উভয়ের প্রস্থান।

ছেলেমেয়েরা (একসঙ্গে)। ওমা, মা, ওমা।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্টেশনের পথ।

সাজিহস্তে বালিকাগণের প্রবেশ।

বালিকাগণ

গীত।

ভোর হয়েছে, ডাকছে পাখী, গাছের ডালে, অই।
সাজি নিয়ে, চল্‌লো ছুটে, ফুল তুলিগে সই।
টগর, বেলা, জুঁইয়ের রাশি, ছড়িয়ে দেছে মধুর হাসি,
ঝরা বকুল গাছের তলায় করছে থই থই !
কামিনী ফুল যাবে ঝরে, দিসনে নাড়া বেশী জোরে,
ভুঁয়ে যেন না পড়েলো, আঁচল পেতে রই !
কচি দেখে দূর্ব্বাগুলি, নে যেতে, ভাই, হবে তুলি,
ভরবেনাক, সাজি, তবু রাঙা জবা বই !

প্রস্থান।

হাবুল ও নবীনের প্রবেশ।

হাবুল। আর, কোথায় খুঁজবো, বল? ছোকরা নির্ঘাৎ সরেচে।

নবীন। তার আর সন্দেহ নেই। বেচারির দজ্জাল পরিবার দুজনই তাকে দেশত্যাগী করালে। কাল, রাত্রি দশটার পর, হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত। আমি বল্লুম, কিহে মাখন, এমন সময়ে যে? তা বল্লে, ভাই, পনেরোটা টাকা আপাততঃ আমায় দাও, বাবা এখনো ফেরেননি, তিনি এলেই তোমায় দিয়ে যাব। আমি তখনি বাক্স খুলে বের করে দিলুম, টাকা নিয়েই ত সে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। আমার মনে, তখনি, কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল যে, বাড়ীতে আজ একটা-কিছু হয়েছে!

হাবুল। মাখনের বুড়ো বাপ তো একেবারে আধ-মরা-গোছ হয়ে পড়েছে। আমার হাত দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, বাবা, তুমি তার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কোন রকমে আমার মাখনকে খুঁজে এনে দিয়ে বাঁচাও।

নবীন। আর কি করা যাবে, বল। সব জায়গাতো আতি-পাতি করে খোঁজা গেল, এ গ্রাম যে সে ছেড়েছে, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি।

হাবুল। আচ্ছা, ষ্টেশনে গিয়ে একবার খোঁজ করলে হয়, না?

নবীন। বেশ তো, সেটা আর বাকি থাকে, কেন? এই যে, রেলের দারোগা এই দিকে আসছে, একেই একবার জিজ্ঞাসা করা যাক্, যদি কিছু বলতে পারে।

রেলের দারোগার প্রবেশ।

কোথায় গো, শম্ভূবাবু?

দারোগা। এই ভাই, ছিদাম বেটা একটা ছাগল দেবে বলেছিল, তারি সন্ধানে যাচ্ছি। উপ্‌রি-সুপ্‌রি বড় কম, দাদা, উপ্‌রি-সুপ্‌রি বড় কম। এই অল্প মাইনেয় আর কাঁহাতক চলে, বল ? তা এখন ব্যাপারখানা কি, বল দেখি ?

নবীন। আহাহা, যে ছাগলের নাম করেছ, শুনেই প্রাণ পাগল হয়ে গেছে !

হাবুল। যাক্‌, আমাদের মাখনকে এর মধ্যে ষ্টেশনে দেখেছ ?

দারোগা। হ্যাঁ, এই যে কাল রাত্রে দেখা হোল, আপ্‌ পেসেঞ্জারে কোথায় বেড়াতে গেল। বললে, শরীর বড় খারাপ, চেঞ্জে যাচ্ছি।

নবীন। তবেই হয়েছে, ছোকরা ভেগেছে।

দারোগা। কোথায় ?

নবীন। তা, কি করে বলব ?

দারোগা। তা হলে, ষ্টেশনে খোঁজ করগে, কোথাকার টিকিট কাল বিক্রী হয়েছে। আমিও খানিক পরে এসে জুটচি !

হাবুল। তাতে কি সন্ধান পাওয়া যাবে ? মগরা থেকে কত লোক কত দিক্‌কার টিকিট নিচ্ছে।

দারোগা। তা, ভাই, যা ভাল বোঝ, কর, আমি ত আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনি, ছিদাম বেটা আবার হাটে বেরিয়ে যাবে।

প্রস্থান।

নবীন। তা হলে, চল, হাবুল, ষ্টেশনেই যাওয়া যাক্‌।

হাবুল। চল !

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ফকিরচাঁদের গৃহ—অন্দরের দরদালান।

(হৈমবতী বসিয়া বঁটিতে তরকারী কুটিতেছিল।)

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। আর ত, আমি পারি না, মা। ফকিরকে বললে, সে খিঁচিয়ে আসে—কি যে ওর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, কিছু বুঝি না। চাকরি-বাকরি না করলে, কি, গেরস্তর ঘরে চলে? আমার হাতে ত আর এমন কিছু পুঁজি নেই যে, চিরকাল চলবে! এই যে, চালের দোকানে তেইশ টাকা ধার, গয়লার কাছে পনেরো, তবে গে, মুদির কাছে,—চারিদিকে এই যে ধার, এ তুই টাকা না এনে দিলে, আমি কি করে শুধি, বল্? ওটা কি, ঝোলের আনাজ দিচ্ছ?

হৈমবতী। হ্যাঁ। আপনার দশমীর দুধ এখনো দিয়ে যায় নি। ছানা আর আনতে দিতে হবে না, আমি ও বেলা খেতে ভুলে গেছলুম।

মহামায়া। তোমার এমনি ভোলা মনই, বটে! ওদের বাড়ী থেকে ঐ ছানাটুকু পাঠিয়ে দিছল, তা'ও মুখে তোলা হল না!

হৈমবতী। আজ অত বেলায় খেয়ে আমার খিদে নেই, মা। রাত্রে কিছু মুখে দিতে পারবো না, তা বলে রাখছি, তখন যেন বকবেন না।

মহামায়া। অত বেলা করে খাও, সে'ত তোমারি দোষ, বাছা—আমার জন্যে মিছে দেরী কর, ভাতগুলোও শক্ত হয়ে ওঠে!

হৈমবতী। তা কি করবো, আমি যে একলা খেতে পারি না মা। যাই হোক, রাত্রে যেন খেতে বলবেন না—

মহামায়া। তোমার ক্ষিদে নেই, কেন, তা আমি খুব জানি, বাছা! দোকানে দেনাপত্র হয়েছে বলে, তুমি সংসারের খরচ বাঁচাচ্ছ! এমন পাগলের মেয়েও ত দেখিনি—

হৈমবতী। না, মা, সত্যি বলছি।

মহামায়া। ঐ শুধু খেটেই দিন কাটাও, যেমন বরাত করে এসেছো! না দুখানা ভাল পরা, না দুটো ভালো খাওয়া,—

হৈমবতী। খাটাটা বুঝি, মন্দ? শুনলেন ত, সেদিন সিধু ঠাকুরপো বললে, কলকেতায় ঘর ঘর যত বামুন-চাকর বাড়ছে, বৌঝীয়েদের অসুখ, বিসুখও তেমনি বাড়ছে!

মহামায়া। নাঃ! ফকির যে কি মাথামুণ্ডু বুঝেছে, তা জানিনা। মাকে স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে, ওর ধর্ম্ম হবে না ত! তা দেখ, বৌমা, তুমি একটু চাকরির কথা ভাল করে বলো ত—আজ-কালকার ছেলে—স্ত্রীর কথায় লজ্জা পেয়ে যদি চাকরির দিকে মন দেয়! তারপর, তোমার কুটনো হলে উনোনে আগুন দিয়ো—ভাতটা চড়িয়ে, সেই বইখানা শুনবো'খন,—সেই যে, প্রফুল্ল পোঁতা ধন পেলে, বনের মধ্যে। বেশ, বইখানি!

প্রস্থান।

হৈমবতী। তরকারীগুলো ত হল। উনোনটাতে আগুন দিয়ে আসিগে। গমনোদ্যোগ।

ওগো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা কথা আছে—

ফকিরচাঁদের প্রবেশ।

ফকির। কি আবার, কথা?

হৈমবতী। মা আজ কত দুঃখ কচ্ছিলেন, তুমি একটা চাকরি-বাকরি

করবে, না, কি? সত্যি, বুড়ো মানুষ ক'দিক সামলান, বল দেখি! এই যে, চারিধারে দেনা হয়েছে, তারা ত ছেড়ে কথা কবে না। এগুলো শোধ হবে কি করে, তা না দেখে, না ভেবে, কেবলি কোশাকুশি নিয়ে থাকবে? জানিনা, বাবু, তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র কি বলে!

ফকির। তোমার যে আস্কারা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এই কি হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য? আমার পূজা-আহ্নিক, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, তার উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ? জানো, শাস্ত্রে কি বলে—

হৈমবতী। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার শাস্ত্রব্যাখ্যা রেখে, একটু সংসারে মন দাও। চাকরি-বাকরি কর, সকাল-সন্ধ্যা, আহ্নিক-পূজা কর—সকলেরি সময় আছে—সংসারে থেকে সংসারের কর্ত্তব্য না করলে, পাপ হয়, জেনো!

ফকির। তা বলে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করবার, বুঝি, আবার সময় আছে? গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ। শমন সর্ব্বদা শিয়রে, এই ভেবে ধর্ম্মাচরণ করবে। হায়, তোমাদের কি যে গতি হবে, তাই ভাবি! অরুন্ধতী, সাবিত্রী, এঁদের লীলাভূমি, আর্য্যস্থানে জন্মে, তোমরা, আধুনিক নারীগুলো, কি অধঃপাতেই যাচ্ছ! মা বুড়ো মানুষ, এখন, পরকালের কাজ করুন! এখনো সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত? এত মায়া, এত যন্ত্রণাভোগ, কেন? নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্। জীবন ত পদ্মপত্রে বারি, কখন গড়িয়ে পড়ে যায়!

হৈমবতী। আমি মূর্খ মানুষ, আমার কাছে অত অং-বং করলে, বুঝবো কেন, বল? আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যেমন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কচ্ছ, তেমনি, আমাদেরো প্রতি ত তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে! গৃহস্থের ধর্ম্ম, কি, কিছুই নয়? পরমহংসদেবের কথায় আমি

পড়েছি যে, যে গৃহস্থ সংসারধর্ম্ম যথানিয়মে করে যাচ্ছে, তার স্থান সন্ন্যাসী সাধুরও উপর !

ফকির। হুঁঃ, তোমাদের প্রতি, কর্ত্তব্য ? তুমিই ত আমার পায়ের শৃঙ্খল !

হৈমবতী। বেশ, আমিই, না হয়, শৃঙ্খল। তা এ শৃঙ্খল কেটে ফেল। কিন্তু, মার প্রতি কর্ত্তব্য ?

ফকির। কর্ত্তব্য ! তা কি করতে হবে ? সংসারে আছেন, খান-দান, থাকুন, ব্যস্, চুকে গেল। কিন্তু, তা বলে, আমাকে যে চাকরি-বাকরি করতে হবে, এর কি মানে আছে ? ও সব হাঙ্গাম আমার দ্বারা পোষাবে না।

হৈমবতী। তা বেশ, আমিই, না হয়, চাপকান এঁটে, চাকরির সন্ধানে বেরুই !

ফকির। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই—

প্রস্থান।

হৈমবতী। আচ্ছা লোককে, মা, বোঝাতে বলেছেন ! কি যে মাথার মধ্যে, এক ধর্ম্মের ধোঁয়া ঢুকেছে, কিছু বুঝতে পারি না।

মতি গোয়ালিনীর প্রবেশ।

মতি। কোথায় গো, মাঠাকরুণ, এই দশমীর দুধ এনেছি—নাও'সে।

হৈমবতী। ওখানে মা আছেন, দিয়ে এস !

মতি। বৌদিদিঠাকরুণ, আমাকে আজ কিছু দিতে হবে—কাল সকালে আমি আর একটা গাই আনতে যাব।

প্রস্থান।

দশচক্র।

একখানি বহিহস্তে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। হৈমবতী, এখানা, কি ?

হৈমবতী। ওখানা, 'দেবী চৌধুরাণী'!

ফকির। আমি তোমাকে উপন্যাস পড়তে বারণ করেছি, কি, না ?

হৈমবতী। হ্যাঁ, কিন্তু ওখানা বাজে বই নয়—ওতে নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা আছে!

ফকির। উপন্যাসে, নিষ্কাম ধর্ম্ম! একে স্বামীর নিষেধ না মেনে পাপ করছ, তার উপর আবার লুকিয়ে পাপ করা ? প্রতারণা! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি ?

হৈমবতী। তা, এখন কি করবে ?

ফকির। এখানি পুড়িয়ে ফেলবো।

হৈমবতী। না, দেখ, আর সব বই আমি এনে দিচ্ছি। তুমি দাঁড়িয়ে দেখ, আমি নিজের হাতে সবগুলো পুড়িয়ে ফেলছি। কিন্তু ওখানি নয়, ওখানি নয়!

ফকির। কেন ?

হৈমবতী। সে কথা নাই-বা শুনলে! ওখানি একমাত্র স্মৃতি—নষ্ট করোনা, তোমার পায়ে পড়ি—বইয়ের মধ্যে ঐখানিই পড়তুম—আর পড়বো না—শুধু রেখে দোব। সত্য বলছি—

ফকির। তা হবে না, হৈমবতী, মায়া জিনিসটা অতি কদর্য্য, তায় আবার সেই মায়া, একখানা তুচ্ছ উপন্যাসের উপর! আমি এখানি ছিঁড়ে ফেলবো!

হৈমবতী। তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে ক্ষমা কর, বইখানি ছিঁড়ো না—ও বই—

দশচক্র।

ফকির। এত মায়া? নাঃ—প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ! (বই ছিঁড়িয়া ফেলিল।)

হৈমবতী। ছিঁড়লে? (চক্ষে জল আসিল—অঞ্চল চাপা দিল।)

ফকির। ওকি, কাঁদছো, নাকি? তুচ্ছ বইয়ের উপর এত মায়া!

হৈমবতী। বই বটে, কিন্তু তুচ্ছ নয়! ওখানি মার বই—মা মারা যাবার পর, তাঁর ছবি, কি কোন জিনিস পাইনি, শুধু এই বইখানি ছিল। বইখানিতে তাঁর নিজের হাতে লেখা নামটুকু ছিল! তাই, ঐ বইয়ের অত দাম, আমার কাছে—কিন্তু, তুমি ছিঁড়ে ফেললে—মার শেষ স্মৃতি টুকু রাখতে পারলুম না, এমনি অপদার্থ, আমি!

প্রস্থান।

ফকির। কি অসার, এই স্ত্রীগুলো! কুশিক্ষাতে একেবারে ঘিরে রেখেছে। কোথায়, আজ, সেই ভারতের পুণ্য অতীত দিন! হায়, কোথায় মা গার্গী, খনা, লীলাবতী, কোথাই বা মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, সীতা, দময়ন্তী! আর, কোথাই বা সেই আর্য্যাঋষিগণ! স্বেচ্ছাচারে কলুষিত, এই ভারত-ভূমি দেখলে, তাঁরা বোধ হয়, মূর্চ্ছা যেতেন!

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। কি বলেছিস রে, বৌমাকে? বেচারী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল! একদিনের জন্যেও ত দুটো ভালো কথা বল্‌তে শুন্‌লুম না, কেবল বকতেই জান! অমন লক্ষ্মী বৌ, তাই, নইলে, একালের অন্য বোয়েদের মত হলে, দেখিয়ে দিত! আমার আর সহ্য হয় না, এ সব! তোর সংসারধর্ম্ম, তুই কর্, বাপু, আমার যেদিকে দু চক্ষু যায়, চলে যাই—

ফকির। কি? হয়েছে কি? সন্ধ্যাবেলা কতকগুলো যা ইচ্ছে, তাই বল্‌ছ, আমাকে?

দশচক্র।

মহামায়া। বলি, তুই একটা চাকরি-বাকরি করবি, না, কি? সংসার দেখাশোনা চুলোয় গেল, খালি তানপুরো নিয়ে 'মা', 'মা' বলে চিৎকার করলে, কখনো ধর্ম্ম হয়? এত যার তিরিক্ষি মেজাজ, তার আবার ধর্ম্ম! আপনার লোকজনের উপর এতটুকু দয়ামায়া নেই, ও ধর্ম্মে ফল কি?

ফকির। তোমাদের মত, ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে ত, আমি ধর্ম্ম করিনে। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। হুঁঃ, এর মর্ম্ম, যদি তোমরা বুঝবে, তা হলে, কি, আর আমাকে, চাকরি করতে বল?

মহামায়া। চাকরি-বাকরি না করলে, কখনো সংসার চলে কি? দেনাগুলি যা হয়েছে, তার শোধের উপায় কি? বৌমার গহনাগুলোয় ত হাত দেওয়া যায় না।

ফকির। ক্ষতি কি? গহনায় সেজে-গুজে থাকা ত, হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়!

মহামায়া। না, তাই দিয়ে, তোমার হোমের ঘী কেনা হবে! আসল কথা, শোন, বাপু, চাকরি-বাকরি কর ত, কর, না হলে, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, এ সব আমি দেখতে-শুনতে পারবো না—

ফকির। আবার, চাকরি, চাকরি? মানুষের দাসত্ব করা আমার দ্বারা হবে না! ভগবানকে যে পেতে চায়, সে কখনো মানুষের দাসত্ব করে? ধ্রুব, চৈতন্য, এঁরা কেন যে, সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তা এখন কতক বুঝতে পাচ্ছি।

মহামায়া। তাঁরা কি চাকরির জন্যে সংসার ত্যাগ করে গেছলেন, বাপু? আরো শোন, তখনকার দিনে, চালডালও অত আক্রা ছিল না— জিনিসপত্রও দুর্ম্মূল্য ছিল না, কাজেই, তাঁরা শুধু ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে থাকলে

কিছু আটকাত না! তোমার সঙ্গে তাঁদের তুলনা করো না। শোন, বাবা, লক্ষ্মী ছেলে, তুমি, সংসারে মন দাও, চাকরি-বাকরি কর—

ফকির। ফের, যদি চাকরির কথা বলবে ত, আমি এখনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাব। বাড়ীতে দু মুঠো খেতে দাও বলে, এত কথা শুনোচ্ছ—সাফ কথা শুনে রাখ, চাকরির গোলামি আমার দ্বারা পোষাবে না! তার চেয়ে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব—

মহামায়া। থাক্ বাছা, যা ভাল বোঝ, কর—

প্রস্থান।

হৈমবতীর প্রবেশ।

হৈমবতী। ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, মার সঙ্গে এই রকম কথাবার্ত্তা কইতে শিখছ? চাকরি না করে, সংসার না দেখে, শুধু মালা ঠক্‌ঠক্ করলেই, যে, ভগবান দয়া করবেন, তা কখনো মনে করো না। কুড়ে লোককে কখনো তিনি দয়া করেননি। আর, চাকরি করলেই, বা, তোমার ধর্ম্ম-কর্ম্মে কি এমন ব্যাঘাত হবে, শুনি!

ফকির। আর, ভয় নেই! আমার খরচ আমি শীঘ্রই বাঁচিয়ে দিচ্ছি—

হৈমবতী। কথার শ্রী দেখ, না! আমি যেন তাই বলছি! বেশ, বাবু, ঘাট হয়েছে, আমার। যা খুসী কর, আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী, আমার কথা কানে তুল্‌বে কেন, বল?

প্রস্থান।

ফকির। নাঃ, বড় বিঘ্ন হতে লাগল! এগুলো পরীক্ষা! গুরুদেব, বল দাও, ধর্ম্মে আমার মতি দৃঢ় হোক! দেখছি, রাত্রে, বুদ্ধদেবের ন্যায় সংসার ত্যাগ করাই, একমাত্র মুক্তির উপায়! অসহ্য, এ সংসারযন্ত্রণা!

দশচক্র।

চাকরির মহাশৃঙ্খলে বাঁধা পড়া, আর, নরকের পথে অগ্রসর হওয়া, একই কথা। সাধে কি, শাস্ত্রকার বলেছেন, কৌপীনবন্তঃ, খলু ভাগ্যবন্তঃ।

পঞ্চম দৃশ্য।

রঙ্গপট।

গীত।

কোরাস

সংসারখানা অসার অতি, মস্ত একটি ফাঁকি!
অর্থাৎ, হাতে যদি নাহি থাকে রূপার চাকি!
চাকরি-বাকরি, হয়রাণী তায়, কবে যাব মরে,
কোশাকুশি নাড়ি, টিকি রাখি, দীর্ঘ করে—
টিকির জোরেই করে খাচ্ছি, মানেটা আর কি!
বিনা খরচায় গাড়ি-জুড়ি চড়তে যদি চাও,
গেরুয়াটি পরে, দাদা, চিমৃটে হাতে নাও!
গব্যঘৃত ইত্যাদিও, থাকবে না বাকী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ষষ্ঠিচরণের বাটির সম্মুখস্থ রাস্তা।

(সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল ; ষষ্ঠিচরণ বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল।)

কেষ্টার প্রবেশ ।

কেষ্টা। কর্ত্তা মশায়, বাচুরডো ত কিছু খাতিছি না—দু দুটো জাব পড়ি রইছে !

ষষ্ঠি। বাঁশপাতা খাওয়ালিনে ! সেই অবধি বলছি, তা ত শুনবি না !

কেষ্টা। দেখি। তা, তুমি বাড়ীর মদ্দি যাবে নি? সন্ধ্যা হতি নাগল যে !

ষষ্ঠি। এই যাই ! ছেলে মেয়েগুলো শুয়েছে, সব ?

কেষ্টা। হাঁ, তা নৈলি, আর, এমন নিশুতি !

প্রস্থান।

ষষ্ঠি। মাখনটা আমাকে মেরে গেছে ! কোথায় আছে, একটা খপর দিলে হত ! প্রথমে শুনেছিলুম, সন্ন্যাসী হয়ে গেছে ! তারপর, সেদিন ও পাড়ার হাবুল বলে গেল, সে নাকি কাশীতে চাকরি করছে, বিয়ে-থা-ও করেছে ! বিয়ে-থা করা, আমার বিশ্বাস হয় না। তবে, চাকরি করা—

দেখি, কাল সকালে, নবীনের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে, না হয়, কারুকে একবার কাশী পাঠাবার বন্দোবস্ত করি ।

সন্ন্যাসীবেশী ফকিরের প্রবেশ ।

ফকির । বৈরাগ্যমেবাভয়ং । বৈরাগ্যেই মানুষের একমাত্র অভয় ; কিন্তু, কি জ্বালা, বৈরাগ্যেও আমার যন্ত্রণার বিরাম নাই ! যেখানে যাই, লোকগুলো, কেবলি, ঔষধ দাও, মাদুলি দাও করে, বিব্রত করে মারে । এখন, কোথায় একটু বিশ্রাম নেওয়া যায় ! আহা, কাতে কান্তা, কস্তে পুত্রঃ । সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ ! দারা-পুত্র-ধন-জন, কেউ কারো নয় !

গীত ।

"শোন্‌রে, শোন্‌, অবোধ মন,
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি,
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ !
ভবের শুক্তি ভেঙে, মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ !
ওরে, ও ভোলা মন, ভোলা মনরে !"

এই যে, সামনে এক গৃহস্থের বাড়ী দেখ্‌ছি, আজ রাত্রের মত এখানেই আশ্রয় নেওয়া যাক ।

ষষ্ঠি । কি চাই, তোমার ?

ফকির । আজ রাত্রির মত, আশ্রয় ।

ষষ্ঠি । কে তুমি, বাবা ?

ফকির । আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আর আমার পরিচয় কি ?

ষষ্ঠি । সন্ন্যাসী ? দাঁড়াও ত, বাবা, একটু, আসছি !

(ষষ্ঠিচরণের বাড়ীর মধ্যে গমন ।)

ফকির । লোকটি হঠাৎ পরিচয় চাইলে, কেন ? চিনতে পেরেছে

নাকি ? না, এখানে আমাকে কে চিনবে ? দেখা যাক্, আশ্রয় পাই, ভালোই, না হলে, এই রকেই আজকের রাতটা পড়ে থেকে কাল সকালে আর কোথাও যাবো।

(মৃদুকণ্ঠে, স্বরে) ভবের শুক্তি ভেঙে, মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ—
ওরে ও ভোলা—

লণ্ঠন লইয়া ষষ্ঠিচরণের পুনঃ-প্রবেশ।

ষষ্ঠি। (ফকিরের মুখের কাছে লণ্ঠন নাড়িয়া-চাড়িয়া, নিম্নকণ্ঠে) এই ত আমার মাখনলাল দেখছি! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল রংটা যেন একটু ফর্সা হয়েছে! আর সেই চাঁদমুখ গোঁফ-দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! (প্রকাশ্যে) মাখন, বাবা—

(কেষ্টা দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল।)

ফকির। মাখন ? মাখন ত আমার নাম নয়। আগে যে নামই থাকুকনা কেন, এখন, আমার নাম, শ্রীমৎ চিদানন্দ স্বামী—পরমানন্দও বলতে পারেন।

ষষ্ঠি। (লণ্ঠন রাখিয়া, ফকিরের হাত ধরিয়া) তা বাবা, এখন আপনাকে চিঁড়েই বল, আর পরমান্নই বল, তুমি যে আমার সেই মাখন, তা'ত আমি ভুলতে পারব না, বাবা! কি দুঃখে, তুমি সংসার ছেড়েছিলে, বাবা ? কিসের অভাব, তোমার ? দুই স্ত্রী! বড়টিকে না ভালো বাস, ছোটটি আছে—ছেলে-পিলেরও দুঃখ নেই—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, ছয় মেয়ে, এক ছেলে।

ফকির। উঃ, বলেন কি, মশায়, আপনার কথা শুনলে যে, হৃৎকম্প হয়! তা হলে, আসি, আমি।

ষষ্ঠি। সেকি, যাবে কোথায়, বাবা ? আমি বুড়ো বাপ, কদিনই বা

আর আছি, বাবা—আমাকে কি এমনি করে কষ্ট দিতে হয় ? (ফকিরের হাত চাপিয়া ধরিল ।) ওরে, অ কেষ্টা—

একলম্ফে কেষ্টার প্রবেশ ।

কেষ্টা । যাবে কোথা, দাদাবাবু ? এই আমি পা আঁক্কাড়ে পড়নু, কেমন যাবেক, দেখি । (ফকিরের পা আঁকড়াইয়া ধরিল ।)

ফকির । একি বিপদ, মশায়, আমি বলছি, আমি মাখন নই,—

কেষ্টা । দো'ই, দাদাবাবু—ও কথা বলুনি ।

ষষ্ঠি । কেন, বাবা, ও সব কথা বলছ ? আমি তোমাকে চিনতে পারব না ? ওরে কেষ্টা, তুই সকলকে খপর দিগে যা, আমার মাখন আবার ফিরে এসেছে !

কেষ্টা । আর, দাদাবাবু যদি পাইলে যায় ?

ষষ্ঠি । না, না,—এসো বাবা, বাড়ী এসো—ও মাখন, এসো না, বাবা ।

ফকির । মশায়, ভারি ভুল করেছেন, আপনি । এই দেখুন আমাকে, দেখুন ভাল করে—আমার নাম, কস্মিনকালে মাখন নয় ! আমাদের বংশে কেউ মাখন নেই, তা আমি !

কেষ্টা । দাদাবাবু, তুমি পালাও যদি, ত আমি রক্তগঙ্গা হবক, তা কিন্তুক বলি রাখছি—(পা জড়াইয়া শুইয়া পড়িল ।)

ফকির । আঃ, ছাড়ো ! একি মশায়, সাধু সন্ন্যাসীকে এমনি করে আপনারা বিরক্ত করেন ! (সজোরে হাত ছাড়াইয়া ছুট দিল ।)

ষষ্ঠি । ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হল গো ! অ কেষ্টা—

কেষ্টা । এঁ্যা, দাদাবাবু, পাল্লাবেক কোথা ?—ওগো, ধর, ধর,—

পশ্চাতে ছুটিল ।

(গোলমাল শুনিয়া, কামিনী ও মুরলা দ্বারান্তরালে দাঁড়াইল।)

ষষ্ঠি। ওগো, বড় বৌমা—ওগো, ছোট বৌমা,—আমাদের মাখন এসেছিল, আবার বুঝি পালাল !

(তিনজন প্রতিবেশী ও কেষ্টা ফকিরকে ধরিয়া আনিল।)

কেষ্টা। আমাকে মেরি ফেল, দাদাবাবু—আর আমি তোমাকে ছাড়তিছি না।

১। কি হয়েছে, মশায় ?

নবীন ও হাবুলের প্রবেশ।

হাবুল। ব্যাপার, কি ?

নবীন। এত গোলমাল, কিসের ?

ষষ্ঠি। আমার মাখন ফিরে এসেছে! দেখ বাবা, আবার বুঝি সে পালায়!

ফকির। আমি মাখন নই—

নবীন। তাইত, এতো আমাদেরি মাখন ! আপনারা ছাড়ুন ত—

(নবীন ও হাবুল হাত চাপিয়া ধরিল ; কেষ্টা পা জড়াইয়া ধরিল।)

ফকির। ছাড়ুন, মশায়, ছাড়ুন আমাকে! একি অত্যাচার, আপনাদের ? আমার সাতপুরুষে কেউ মাখন নয়, তবু বলবেন, আমি মাখন—

২। ব্যাপারটা কি, মশায় ? সন্ন্যাসী সেজে কিছু চুরি-টুরি করেছে, না কি ?

১। ভণ্ড সন্ন্যাসী, কোথাকার !

৩। জুচ্চুরির আর জায়গা পায়নি ?

হাবুল। বাইয়ের ছিট আছে, মশায়—এখনি কামড়ে দেবে—আপনারা একটু সরে দাঁড়ান !

২। এ্যাঁ, বাইয়ের ছিট আছে ! বলেন কি ? তা হলে ত, অনায়াসে কামড়াতে পারত !

৩। দুর্গা খুব রক্ষা করেছেন ত ! এস হে, চলে এস।

১। হ্যাঁ, আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খপরে কাজ কি ?

প্রতিবেশীগণের প্রস্থান।

হাবুল। এখন, বাড়ীর মধ্যে একে নিয়ে যাওয়া যাক্ !

ষষ্ঠি। এসো, বাবা, মাখন,—

ফকির। আবার, মাখন ! কে, আপনাদের মাখন ? ছাড়বেন না, আমাকে ?

হাবুল। তোমাকে জেলে দোব ! বাবু সন্ন্যাসী হয়ে ভেগে পড়েছেন, এদিকে সগোষ্ঠী ভেবে, না খেতে পেয়ে, মরতে বসেছে !

ফকির। এ, কি রকম ভদ্রতা, আপনাদের ? জানেন, আইনে আপনাদের সাজা হতে পারে।

হাবুল। বেশী যদি বক্-বক্ কর, তা হলে, তোমার ঐ পাটের দাড়ি-গুলি সব টেনে ছিঁড়ে দোব। একেবারে নারদ ঋষি সেজে এসেছেন !

ষষ্ঠি। (ফকিরের হাত ধরিয়া) এস না, বাবা—অ মাখন—

নবীন ও হাবুল টানিতে লাগিল।

ফকির। আঃ, টানাটানি করেন কেন ?

নবীন। ভালো কথায় যদি না আস, তাহলে থানা থেকে চৌকিদার ডেকে আনব। তুমি যে পালিয়েছিলে, তা এখানকার থানায় ডায়েরি করা আছে !

ফকির। দোহাই আপনাদের! আমার নাম, মাখন নয়, চিদানন্দ স্বামী—পরমা—

হাবুল। (বাধা দিয়া) আবার যদি ফ্যাচ-ফ্যাচ কর ত, এখনি কিলানন্দ করে দোব। এখন, চল, বাড়ীর মধ্যে চল, মহর্ষি মাখনলাল—

ফকির। যেতে হবেই, বাড়ীর মধ্যে?

নবীন। আঃ, কেন কথা শুনছ না?

ষষ্ঠি। এসো না বাবা—

কেষ্টা। এসো না, দাদাবাবু—

ফকির। নেহাৎ, যেতে হবে? তবে আমার, মশায়, একটি নিবেদন আছে—আমি বাইরের ঘরে থাকবো। বাড়ীর মধ্যে যেতে অনুরোধ করবেন না—সে বিষয়ে পীড়াপীড়ি করলে, আমি আত্মহত্যা করব।

ষষ্ঠি। অ বাবা নবীন—মাখন কি বলে?

নবীন। আচ্ছা, তাই হবে।

সকলের ভিতরে গমন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

এলাহাবাদ—যমুনার পুল।

হিন্দুস্থানী রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

'কান্‌হাইয়া রে ; হাম্‌সে ছল্‌-বল্‌ না কর, তেঁই রে !
তু যেসা বাঁকা, তেসা বাঁকা কুবজা,
বাঁকায় বাঁকা, ভালা মিল গেঁই রে !
কেসা তেরা ধরম, কেসা তেরা করম,
ছিন্‌ লেই যৌবন, ভাগ গঁই রে !
নাহি তেরা দরশন, গোয়ানা নাহি চৌয়ন,
যমুনা বহে উজান, মগন ভেঁই রে !'

প্রস্থান

মাখনলালের প্রবেশ।

মাখন। নাঃ, এ পশ্চিমের জল-হাওয়া ভালো লাগলেও, ডালরুটি ত আর সহ্য হচ্ছেনা। জামা কাপড়ও চটের মত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। হাতের পয়সাও কমে এসেছে—এখন, ঘরে ফেরাই বুদ্ধির কাজ! এতদিন পালিয়ে থাকাটা ভাল হয়নি—ফিরতে কেমন লজ্জা হচ্ছে। রাগের সময় জ্ঞানটা একেবারে হারিয়ে ফেলি, ঐ ত আমার দোষ! বাবার বড় কষ্ট হচ্ছে, আর, মুরলাটাও কাঁদছে-কাটছে, বোধ হয়। কামিনী নিশ্চিন্ত আছে। ঐ-ত মুরলাকে ঝগড়াটে করে তুলেছে! নইলে, মুরলা তেমন

দশচক্র ।

নয়। যাক্, ও ঘরে ফেরাই ঠিক ! মন কেমন করার জন্য, যত হোক না হোক, অর্থের অনাটনই ফেরাবে, দেখছি—আর মাঝে-মাঝে এই, ঝালচট-পটির চাপে প্রাণটা ময়লা হয়ে উঠেছে ! বালাম চালের ভাত, কলাইয়ের দাল, আর, কই-মাগুরের ঝোল, এরাই আমার মনটাকে বাঙলাদেশে আরো বেশী করে টানছে ! বাঙালীর ছেলে, এদেরি মায়ায়, সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে না, বোধ হয়, নৈলে দিনে তিনবার করে সন্ন্যাসী হবার সাধ ত তার মনে উদয় হয় ! আঃ, কবে আবার দেশে ফিরে, মাছের ঝোল দিয়ে বালামের ভাত খেয়ে, দক্ষিণে হাওয়ায় পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে বাঁচব ? দেখি, সঙ্গে ত ঠিক পাঁচটী টাকা আছে ! চার টাকা স' তের আনায় ত, একখানা মগরার টিকিট, আর থাকে, এগার পয়সা, তাতেই খোরাকীর ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ষ্টেশনের দিকেই তা হলে, এখন যাওয়া যকে।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ষষ্ঠিচরণের বহির্বাটির কক্ষ।

পাইকদ্বয় ফকিরকে ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল; পশ্চাতে ষষ্ঠিচরণের প্রবেশ।

ষষ্ঠি। তোমরা তা হলে, বাইরেই বসো, জমাদারসাহেব! (পাইকদ্বয়ের প্রস্থান।) পাছে তুমি পালাও বলে, জমিদার মশায় তাঁর দুজন পাইক পাঠিয়েছিলেন, আগলাতে। ভাগ্যে, এরা ছিল, নৈলে ত আবার তোমাকে হারিয়েছিলুম, বাবা। ওরে কেষ্টা, একখানা মাদুর-টাদুর নিয়ে আয়।

ফকির। আপনাদের এত করে বলছি, আমি মাখন নই, তবু আপনারা বিশ্বাস করছেন, না?

ষষ্ঠি। কেন, বাবা, আবার ও সব কথা!

কেষ্টা আসিয়া মাদুর বিছাইয়া দিল।

বস, বাবা,—ছিঃ, বুড়ো বাপকে কি এত কষ্ট দিতে আছে? তুমি ত কখনো এমন ছিলে না। কেষ্টা, তুই ও দিকে যা (কেষ্টার প্রস্থান। ফকির বসিল।)

হাবুল, নবীন ও আরো তিনজন প্রতিবেশীর প্রবেশ।

তোমরা তা হলে গল্পস্বল্প কর—বাবা, হাবুল, শোন, (জনান্তিকে) আবার পালাচ্ছিল, পাইক দুজন ধরে ফেললে।

হাবুল। কাছে ছেলেমেয়েদের দিছলেন? বৌমারা?

ষষ্ঠি। ছেলেমেয়েরা এসে ঘাড়ে-পিঠে চড়েছিল, তাই ত পালাচ্ছিল,—বৌমারা এখনো আসেন নি।

হাবুল। তাঁরা একবার এলে ভালো হয়। ঝগড়ার কথাটা ভুলতে পাচ্ছে না—

ষষ্ঠি। দেখি, একবার বাড়ীর মধ্যে যাই।

প্রস্থান।

১। কি শরৎ, এখনো তোমার সন্দেহ হয়, না কি!

২। না—হুবহু মাখন—দেখেছো, কিছু বদলায়নি এ ছ'সাত মাসে।

৩। কেবল রঙটা একটু যেন ফরসা হয়েছে—আর মস্ত মস্ত দাড়ি বেরিয়ে গেছে—

১। তা তপজপ করে দাড়ী বেরিয়েছে—দেখনি, সন্ন্যাসীগুলোর কি প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড দাড়ী, জটা? এর ত জটা তেমন দেখছি না—

২। এখনো গজাতে পায়নি—টাট্‌কা সন্ন্যাসী কি না!

১। ওহে মাখন, রঙটা ত তোমার কালো কুচকুচে ছিল, এমন ফরসা হল, কি করে?

ফকির। (গম্ভীরস্বরে) যোগ অভ্যাস করে!

নবীন। যোগের ত, তা হলে, ভারী আশ্চর্য্য ক্ষমতা, দেখছি!

হাবুল। তা আর হবে না—জিনিসটা কি, যোগ—বিয়োগ নয়, ভাগ নয়!

নবীন। ঠিক—ঠিক! এই দেখ না, শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন, কিছুতে তুলতে পারলেন না, সে কি করে হল? সে'ত যোগ-বলেই!

১। ঠিক কথা!

২। তবে গে, তোমার ঐ গন্ধমাদন তোলা—অত বড় পাহাড়টাই মাথায় করে আনলে—সে'ও ত যোগ-বলেই!

৩। তাইত, সেকি সাধারণ ব্যাপার!

১। কিন্তু, দাড়ীটা যাত্রার দলের দাড়ী নয় ত?

২। একবার টেনেই দেখনা—বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? যোগের অসাধ্য কি কিছু আছে!

১। (দাড়ী ধরিয়া বিপুল বলে আকর্ষণ করিল।)

ফকির। উঃ, মারা গেলুম! ছাড়ুন, ছাড়ুন।

সকলে। না, সত্যিকার দাড়ীই বটে!

ফকির। কি রকম ভদ্রতা, মশায়, আপনাদের! দাড়ী ধরে টানা, বিশেষতঃ সাধু সন্ন্যাসীর—

৩। আবার, সাধু সন্ন্যাসী? কুমড়ো গড়িয়ে দোব! জানো ত, আমার বলটা, যখন কুস্তি শিখতে!

ফকির। কুস্তি! আমার জন্মে, কখনো অমন গুণ্ডামি করিনি।

২। দেখি, হাতের গুলিতে কেমন জোর আছে! (ফকিরের হাতের গুলিতে প্রচণ্ড ঘুসি মারিল।)

ফকির। (চীৎকার করিয়া শুইয়া পড়িল) বাবারে, খুন করে ফেললে, এরা!

হাবুল। না, না, ত্যক্ত কর কেন, ওকে?

৩। নাঃ, করবে না! চিরটা কাল ইয়ার্কি মেরে এসে, আজ একেবারে মহামুনি জামদগ্নি হয়ে উঠলেন!

ষষ্ঠিচরণের প্রবেশ।

ষষ্ঠি। তোমাদের, তা হলে, বাবা, একটু গা তুলতে হবে—বৌমারা

একবার আসবেন। তাঁরা এখনো দেখেন নি—ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন, দুজনে—

নবীন। বেশ ত, বেশ ত—আমরা, তা হলে, রোয়াকে বসিগে, চলুন!

ফকির ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ফকির। নাঃ, পালাতে আর দিলে না দেখছি! এ কি বিপদে পড়া গেল! বাড়ীর জন্যে প্রাণটা আজ অস্থির হয়ে উঠছে। উঃ, কি এ যন্ত্রণা! যে রকম গতিক, না মলে ত, এরা ঘরের বার করছে না। বাবাঃ, জমিদার পুলিশ সব এদের পক্ষ নিয়েছে। আমি মাখন নই, তবু জোর করে, মেরে-ধরে, আমাকে মাখন করে তুলবে! মগের মুল্লুক করে তুলেছে! গাম্ভীর্য্যও ত আর থাকে না! কলিতে সন্ন্যাসাশ্রমে এত বিপদ, তা'ত জানা ছিল না—এই যে, আবার কারা আসছেন।

কামিনী ও মুরলার প্রবেশ।

ফকির। (দুইজনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া) মা, আমাকে বাঁচান।

কামিনী। (ফকিরের মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া) ওরে, পোড়াকপালে মিন্‌সে, মা বললি কাকে?

ফকির। কেন? আপনাকে—

কামিনী। (ফকিরের মাথা ধরিয়া নাড়িয়া) কেন, বল দেখি, মিনি দোষে মা বলে ত্যাগ করা! আমি তোমার কি পাকাধানে মই দিয়েছি যে, চিরকালটা আমাকে বিষ-নজরে দেখ। আমি জলে ভেসে এসেছি, আর, ছোটই সর্ব্বস্ব?

মুরলা। আবার, দিদি, ঝগড়া কচ্ছ?

কামিনী। না, করবে না? এক-চোখো মিন্‌সে! ইচ্ছে করে, চোখ

ছুটো গেলে দি—(চোখে আঙুলের গোঁজা দিল ।) এমনি কি আমি বুড়ো হয়েছি যে, আমাকে এত হেনস্থা ! মরণও হয় না, বেয়াক্কেলে মিন্সের !

ফকির। দেখুন, আপনার যা ইচ্ছা হয়, বলুন, কিন্তু আমার একটা কথা শুনুন,—

কামিনী। ঢের শুনেছি, শুনে শুনে কানে পোকা ধরে গেল !

ফকির। (মুরলার প্রতি) ইনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না, আপনিই বুঝুন—

কামিনী। (হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া) আবার, ছোটকে সোহাগ হচ্ছে ?

ফকির। দেখুন, আপনারা একটা মস্ত ভুল করছেন—আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আপনারা ভাল করে দেখুন, বরং। (দাঁড়াইল) এই দেখুন, আমি আপনাদের মাখন নই !

কামিনী। ঢের দেখেছি। বুড়ো মিনসে, রঙ্গ করতে লজ্জা হচ্চে না ? চিরকাল রঙ-তামাসা নিয়েই রইলেন ! খুকী বিয়ে করে, খোকা হয়েছেন ! ওগো, তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে ! যম ভুলেছে বলে, কি, তোমাকে আমরা ভুলবো ?

ফকির। কি গেরো ! নাঃ, আর আশা নেই—(শুইয়া পড়িল।)

মুরলা। সে সব কথা ভুলে যাও। পা-টা একটু টিপে দোব ?

ফকির। (শশব্যস্তে, উঠিয়া) আরে, আরে, করেন কি ? আপনি পরস্ত্রী, আমার মা হচ্ছেন—

মুরলা। এ্যাঁ, মা বলে ত্যাগ করা ! ওগো, বাবাগো, আমি কোথা যাব গো— চক্ষে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান।

ফকির। মা, যথার্থ বলছি, আমি মাখন নই, আমার নাম চিদানন্দ স্বামী—

কামিনী। (গালে আঙুলের গোঁজা দিয়া) আবার 'মা' ! পোড়া কপাল পুড়েছে, তোমার ! নোড়া দিয়ে এখনি দাঁতের পাটি ভেঙে দোব !

ফকির। কি সর্ব্বনাশ !

(ষষ্ঠিচরণ ও বৃদ্ধা দাইয়ের প্রবেশ। কামিনীর শশব্যস্তে প্রস্থান।)

ষষ্ঠি। এই যে, এস ত, বাছা, দেখ ত একবার, এই আমাদের মাখন কিনা—

হাবুল নবীন প্রভৃতির পুনঃ-প্রবেশ।

নবীন। হ্যাঁ, দেখ ত, বাছা—

ষষ্ঠি। বাবা মাখন,—

ফকির। আবার, মাখন ! আমি পাগল হয়ে যাব, দেখছি—

ষষ্ঠি। একবার, এ দিকে এস, বাবা, এই আলোতে,—

ফকির। কি মশায়, এ বুড়ীকে দিয়ে কিছু মন্ত্র পড়াবেন, না কি ?

হাবুল। হ্যাঁ, জলপড়া খাওয়াতে হবে, তোমাকে !

বৃদ্ধা। এস, বাবা আমার—

ফকির উঠিল।

ষষ্ঠি। ইনিই মাখনকে মানুষ করেছিলেন—আমাদের বুড়ী দাই। অনেক কষ্টে কেষ্টা এঁকে আনিয়েছে !

নবীন। এই ঠিক বলে দেবে—

হাবুল। এবার, আর কোন সন্দেহ থাকছে না !

বৃদ্ধা। (মাখনের চিবুক ধরিয়া বিড় বিড় করিয়া, বকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।)

নবীন। কাঁদ কেন, বাছা ?

বৃদ্ধা। ওগো, এই যে আমার মাখন—

হাবুল। এঁ্যা, ঠিক ত ? ভুল হয়নি ত, বাছা ?

বৃদ্ধা। আমার মাখনকে কি আমি চিন্‌তে পারবোনা—ওকে যে মাই-দুধ দিয়ে মানুষ করেছি, ওকে ভুলে যাব ?

ফকির। দোহাই আপনাদের, আমি মাখন নই, মাখন নই !

হাবুল। আবার, ন্যাকামি !

নবীন। এ বুড়ী বলছে মাখন, যে মানুষ করেছিল তার কথা ঠিক নয়,—

হাবুল। আরো উনি বলেন, মাখন নন্—ওঁর কথাই ধরতে হবে !

ফকির। দোহাই আপনাদের ! আমি যে মাখন নই, তার প্রমাণ আমি ! আমি চিদানন্দ স্বামী—

হাবুল। এখনি, জরাসন্ধ স্বামী করে দোব (ষষ্ঠির প্রতি জনান্তিকে) আপনি বৌমাদের ডাকিয়ে পাঠান !

ফকির ও ষষ্ঠি ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ফকির। মশায়, আমাকে বাঁচান—ছেড়ে দিন—

ষষ্ঠি। কেন, বাবা, অমন কচ্চ ?

ফকির। দোহাই আপনার—এরা তবু পদে আছে, কিন্তু আপনার পুত্রবধূদের হাতে মারা যাব, মার-ধোর অবধি তাঁরা বাদ দেন না !

ষষ্ঠি। অনেকদিন পরে এসেছ, তাই, প্রথমটা সহ্য হচ্ছে না—ক্রমেই সয়ে যাবে, বাবা !

ফকির। আপনার পুত্র কেন সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি ! আমার প্রণাম জানবেন ! চল্লেম, আমি--

(প্রস্থানোদ্যম)

ষষ্ঠী। ও বাবা, কোথা যাও ? ওগো, দেখ, আমার মাখন কি করে—
(উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।)

সকলের শশব্যস্তে প্রবেশ।

সকলে। ব্যাপার কি ? মেরেছে নাকি ?

হাবুল। ভণ্ড তপস্বী ! (গলা টিপিয়া ধরিল।) বুজরুকির জায়গা পাওনি, আর ?

নবীন। পরমহংস ত নন্ ইনি, পরম বক—

হাবুল। ওকে বাইরে নিয়ে এসো। মাথা গরম হয়েছে—জল ঢলে, মাথা ঠাণ্ডা করা যাক—

ফকির। আমি মাখন নই—

হাবুল। না ; তুমি ছানা—

ফকির। বরং, তা হতেও রাজী, তবু মাখন নই—

নবীন। আবার, ঐ কথা !

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ফকিরচাঁদের বাটির প্রাঙ্গণ। সম্মুখে তুলসীমঞ্চ।

(প্রদীপহস্তে হৈমবতীর প্রবেশ—তুলসীতলায় সে প্রদীপ রাখিয়া প্রণাম করিল।)

হৈমবতী। চোখের জলটাকে কিছুতে সাম্‌লাতে পারি না, কেন! মিছে চোখের জল ফেলা! ফল কি?

গীত।

বারণ করো আঁখিরে, সে যেন চাহেনা ফিরে,
করে ছল-ছল!
সে যেন দুটি কোণে, আনে না, জল!
যদি মুদে আসে পাতা, যদি জাগে ব্যাকুলতা,
ক্ষণিক নিবারো তারে, করো না চপল!

সুবালার প্রবেশ।

সুবালা।

গীত।

(আমার) সাধের তরী, ডোবে দরিয়ায়!
প্রেমপিয়াসা, ভালবাসা, সকলি ফুরায়!
বয়েছিল বায়ু ধীরে, তরী ভাসাইনু, নীরে,
পাথারে, না পেয়ে তীরে, সে যে ডুবে যায়!
সকলি ফুরাল মরি, শূন্য প্রাণে, কিবা করি-
কি ফল, বিফল আশা, মিছা কি সে চায়।
কুসুম-কোমল হিয়া ঝরিল পাষাণ-ঘায়!

হৈমবতী। সুবাদিদি যে! দেখা দিলে, তবু ভাল। তুমি কি নির্দ্দয়? সব জেনে-শুনেও একবার দেখাটি দাও না!

সুবালা। ও ভাই,

এনেছে মজার খবর, বেজায় জবর, তোমার সুবাদিদি।
ঘোর কেটেছে, ভোর হয়েছে, মুখ তুলেছে, বিধি।
আজ, সে এসে, হেসে হেসে, করবে আলো ঘর।
আঁচল দিয়ে চোখটি মুছে, বুকটি পেতে ধর।

হৈমবতী। ঠাট্টা করছো কি, সুবা-দি? সব ত জানো!

সুবালা। ওগো, চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, নাইকো কিছু ভয়।
মরা বাগান ভরা হয়ে হাসছে সমুদয়॥
মনের সাধে, খোঁপা বেঁধে, জড়িয়ে গোলাপ ফুল।
ভালো করে কানেতে তোর দুলিয়ে দে না দুল্॥

হৈমবতী। কি বল, সুবাদিদি? ও সব ভাল লাগে না, আমার!

সুবালা। লাগবে ভাল, মনের কাল, ঘুচল বলে তোর।
রাঙা আলোর ছড়াছড়ি—দুঃখের নিশি ভোর।
চোখের জলে, গেঁথে মালা, জ্বালার বোঝা নিয়ে।
হাঁফ্‌টি ছেড়ে, বাঁচবি লো, তুই তারি মাথায় দিয়ে।

হৈমবতী। আমি চল্লুম, সুবাদিদি, এ সবের একটা সময়-অসময় আছে, তা তুমি ভুলে যাচ্ছ!

সুবালা। ভুলবো কেন, ভাই? ভুলতে কি পারি? আহা, বিরহিণী প্যারি—ওগো, শ্যাম তোমার বৃন্দাবনে এসে পৌঁছুলেন বলে!

হৈমবতী। কি, বলছ?

সুবালা। আর, বলবো কি? এই চিঠিখানা পড়, তা হলেই সব বুঝতে পারবে।

হৈমবতী। ও, কিসের চিঠি?

সুবালা। আমি যেই এসে পাল্কি থেকে নেমেছি, দেখি, একজন ডাক'য়ালা এসে তোমার দাসীর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে, শিরোনামাটা দেখলুম, তোমারি চিঠি! হস্তাক্ষরটা মনে হল, শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রেমার্ণব ফকির বাবুর। মনটা যেন নেচে উঠল, তোমার অনুমতি না নিয়েই, ভাই, চিঠিখানা খুলে ফেললুম। সে জন্য, কিছু মনে করো না, ভাই! খপর বড় ভাল। এই নাও, পড়ে দেখ।

হৈমবতী। সত্যি কি, নারায়ণ এত দিন পরে মুখ তুলে চাইলেন?

সুবালা। (পত্রপাঠ) "হৈমবতী, আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। নানাস্থানে ঘুরিয়া, নবগ্রাম, মাঝের-পাড়ার ষষ্ঠি চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আটক পড়িয়াছি। এঁদের একটি ছেলে, নাম, মাখন, আমারি বয়সী, বোধ হয়! দুই স্ত্রীর ঝগড়ার জ্বালায় সংসার ত্যাগ করে। এঁরা আমাকে এঁদের মাখন মনে করে আটকে রেখেছেন। আমার পরিচয় কেউ বিশ্বাস করেন না। জমিদার পুলিশ পর্য্যন্ত এঁদের সহায় হয়েছে। আমাকে পার ত, উদ্ধার কর। বৌদুজন যেন রায়বাঘিনী। তাদের যত মা বলি, তারা তত ক্ষেপে ওঠে—বলব কি, বড়বৌ মারধোর আরম্ভ করেছে। দোহাই তোমাদের, ধর্ম্মের পথে এত বিপদ, তা জানিতাম না—আমাকে উদ্ধার কর, আমি চাকরি-বাকরি করিতে রাজী, যাহা বলিবে, তাই করিব —শুধু এদের হাত থেকে বাঁচাও, যত শীঘ্র পারো। নহিলে বাঁচিবার আশা কম। মাখনের ছয় মেয়ে আর এক ছেলে, যখন 'বাবা' 'বাবা', বলে,

ঘাড়ে পড়ে, তখন আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হয়। মা কেমন আছেন? তাঁকে প্রণাম দিও। তুমি কেমন আছ? আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। এবং উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। সংসারে এবার মন দোব, যথার্থ বলছি। ইতি তোমার হতভাগ্য স্বামী ফকির।” কেমন, মজা! কেমন, মজা! হাঃ, হাঃ, হাঃ (উচ্চহাস্য) ধর্ম্ম ছরকুটে গেছে—

হৈমবতী। (পত্র দেখিয়া) নবগ্রাম, মাঝেরপাড়া, ষষ্ঠি চক্রবর্ত্তীর বাড়ী? সে কোথায়?

সুবালা। আমি তাদের বিষয় সব জানি! আমাদের মাখন দাদাগো! তার আবার দুই বৌ—! সে যে, আবার, সম্পর্কে, আমার ভাই। মার সেজপিসির মেয়ের ছেলে! ছয় মেয়ে, এক ছেলে, কিনা, তা ঠিক বলতে পারি না—তবে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—আর বৌদুটো ভারী ঝগড়াটে—বাঃ, বাঃ, কি আশ্চর্য্য!

হৈমবতী। এখন, উপায়?

সুবালা। উপায় আর কি? রামচন্দ্র যেমন সীতা-উদ্ধার করে ছিলেন, তোমাকে তেমনি স্বামী-উদ্ধার করতে হবে। তোমার কে সিধু ঠাকুরপো আছে, না,—তাকেও একবার ডাকতে পাঠাও, তোমার শাশুড়ী কোথায়?

হৈমবতী। পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়েছেন। তা হলে, আজই যাওয়া যাবে?

সুবালা। তার, আর, কথা আছে,—শুভ কাজে কি দেরী করে?

হৈমবতী। তোমাকে, সুবাদিদি, সঙ্গে যেতে হবে। তোমারি ত আত্মীয়ের বাড়ী—তুমি না সঙ্গে থাকলে, কেমন বাধ বাধ ঠেকবে।

সুবালা। নিশ্চয় যাব। আমি না গেলে সুবিধাও হবেনা—

হৈমবতী। চল, মাকে খপর দিই গে।—

সুবালা। চল, আহা অনেক দিন পরে বুড়ীর মুখে হাসি দেখবো—

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ষষ্ঠিচরণের বাটির কক্ষ।

ফকিরকে ধরিয়া নবীন, হাবুল ও পশ্চাতে উকিল ও ষষ্ঠিচরণের প্রবেশ।

ফকির। আমি কখনো থাকবো না, এখানে—আমি যাবই—দেখি, কে আমাকে আটকে রাখে—

ষষ্ঠি। অ বাবা মাখন, অমন করিস যদি, ত, আমি আত্মহত্যা করব।

ফকির। করুন, মশায়, আত্মহত্যা! তা বলে, এত অত্যাচার সহ্য হয় না—বলছি, আমি মাখন নই! (গমনোদ্যোগ—সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল।)

উকিল। আপনি অমন কচ্ছেন, কেন?

ফকির। কচ্ছি কি সাধ করে, মশায়? আমি তাই সহ্য কচ্ছি—আপনারা হলে পাগল হয়ে যেতেন! আমার নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে—আর বেশী কি বলব! ছাড়ুন, মশায়, আমাকে!

উকিল। যাবেন কোথায়? জানেন, আপনার দুই স্ত্রী—

ফকির। আজ্ঞে, সে কথা ত এখানে এসে অবধি, আগাগোড়া শুনছি—

উকিল। আর, আপনার ছয় মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে প্রায় বিবাহযোগ্যা হয়ে এল !

ফকির। আপনি ত আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন, দেখছি,—

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভার আপনি যদি না নেন, তা হলে খোরাকীর জন্য, আপনার দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নেবেন, তা বলে রাখলুম—

ফকির। আদালত কি, মশায়, আমি জেলে অবধি যেতে রাজী আছি। আপনি ত একজন উকিল !

উকিল। অবশ্য, আমার কাছে যা বলবেন, তা affidavit বলে নিতে পারি,—

ফকির। আপনাদের যত ভয় করি, আমি, তত যমকেও নয় ! যম ত মরা মানুষ নিয়ে টানাটানি করে, আপনারা জ্যান্ত নিয়েই ! আপনার কাছে বলছি, মশায়, আমি মাখন নই—

উকিল। সাবধান—false affidavitএর চার্জ্জে না পড়েন, মনে রাখবেন।

ফকির। মশায়, আমার নাম শ্রীফকিরচাঁদ ঘোষাল—পিতার নাম ৺ রমানাথ ঘোষাল—নিবাস, চাকলাগ্রামে। বাড়ীতে ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যাঘাত হত বলে, সন্ন্যাসী হবার বাসনায় গৃহত্যাগ করি। দোহাই আপনার, যথার্থ বলছি, আমার সন্ন্যাসের সাধ মিটে গেছে—বাড়ী থেকে দু পা বেরিয়েই, যে বিপদে পড়েছি, আর অধিক অগ্রসর হবার বাসনা নাই। শুনলেন ত সব, এখন ছাড়ুন আমাকে—ঘরের ছেলে, ঘরে ফিরি—আমার বাড়ীর ঠিকানাও দিচ্ছি, না হয়, আপনারা সন্ধান করুন।

(পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।)

উকিল। উঃ, আপনি খুব ধড়িবাজ, দেখছি। আপনি উকিল হলেন না, কেন? কিন্তু, বাপু, সাক্ষী-প্রমাণে দাঁড়াচ্ছে, তুমি মাখন—এখন তুমি ও কথা বললে চলবে, কেন?

ফকির। কি সর্ব্বনাশ! সাক্ষী-প্রমাণ পেয়েছেন বলে, একেবারে রাহাজানি করবেন! বেমালুম আমাকে মানবেন না! সাক্ষী-প্রমাণে যদি আমাকে গরু বলে, তা হলে, কি আমি গরু হয়ে যাব?

উকিল। আলবৎ! বাপু, এ সব আইনের কথা—এসব ত তোমার ছাঁদা কথায় উড়োবার জো নাই!

কেষ্টার প্রবেশ।

কেষ্টা। নাপতে এসেছে—

ষষ্ঠি। এসেছে?, আঃ! মাখন, তা হলে একবার এস বাবা—দাড়ী-গুলো কামিয়ে ফেল—ও যে আর চোখে দেখা যায় না!

ফকির। বলেন কি, মশায়, এ যে জুলুম-জবরদস্তি। আবার, দাড়ীর উপর অত্যাচার!

হাবুল। বাপের কথার উপর কথা—ভণ্ড তপস্বী, কোথাকার!

ফকির। সাবধান হয়ে কথা বলবেন, মশায়—এবার আমি মরিয়া হয়েছি—দেখি, কে ধরে!

সহসা দৌড়াইয়া পলায়ন।

গোলমাল করিতে করিতে সকলের পশ্চাদ্ধাবন ও প্রস্থান।

শাল মুড়ি দিয়া মাখনের প্রবেশ।

মাখন। হঠাৎ ঘাটে সুবালার সঙ্গে দেখা—তার কাছে সব শুনলুম, —ভারী মজা হয়েছে ত। যাক্, সম্বন্ধেও বাধেনা, নেহাৎ! সম্পর্কে

সুবালার ভগ্নীপতি, তা হলে আমারো তাই! দেখা যাক্, আর একটু ব্যাপার কত দূর গড়াচ্ছে, নিজেও একবার চক্ষে দেখি। সুবালা একবার বৌদুটোকে লেলিয়ে দিতে বলি। এঁদের ত নৌকা থে আনাবার ব্যবস্থা করা গেছে! একে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তার উ গোলমালে ওকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত, আমাকে কেউ কাজেই লক্ষ্য করতে পাচ্ছে না। ঐ যে আবার গোল শোনা যাচ্ছে—বুঝি, ধরে আনছে—একটু গা-ঢাকা দেওয়া যাক্!

প্রস্থান।

(গামছায় হাত-পা-বাঁধা ফকিরকে লইয়া সকলের প্রবেশ। ফকিরকে মাদুরের উপর শোয়াইয়া দিল।)

হাবুল। বাঁধাই থাক্। দু দণ্ড একটু জিরোনো যাবে। ছেলেদের একবার পাঠিয়ে দিন। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নিশ্চয়। নৈলে আমাদেরো মনে নেই? আমি বলি, একবার কবিরাজ মশায়কে ডাকানো যাক। একটা হিমসাগর তৈল টৈলর ব্যবস্থা করলে, ভালো হয়।

নবীন। ঠিক বলেছ, ওর মাথা খারাপ। আমারো তাই সন্দেহ হচ্ছে।

কেষ্টার প্রবেশ।

কেষ্টা। এই যে, কাঁচি।

হাবুল। দে। দাড়াটা কামিয়ে দেওয়া গেছে, এইবার ওর টিকিটাও কেটে দেওয়া যাক্—মাথাটা কতক হাল্কা হবে তাতে—

(কথাবৎ কার্য্য)

ফকির। (চীৎকারস্বরে) একি, শাপের ভয় নাই, আপনাদের?

হাবুল। সাপের রোজা আছে, দাদা—

উকিল। তা হলে, আমি এখন আসি মশায়, আমার গাড়ীভাড়াটা ি.য় দিন। আমার feeটা মুহুরির হাতেই দেবেন'খন। এখন medical ...ice দরকার, legal adviceএর ব্যবস্থা পরে।

ষষ্ঠিচরণের প্রবেশ।

ষষ্ঠি। বৌমারা আসবেন, আপনারা একবার বাইরে এলে ভালো হয়,—

হাবুল। বেশ ত! আসুন, আপনার গাড়ীভাড়াটা বাইরেই পাবেন।

ফকির ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ফকির। কবে এ মহাযন্ত্রণা থেকে যে মুক্তি পাব, তা'ত বুঝতে পাচ্ছি না।

সুবালার প্রবেশ।

সুবালা। কেমন আছেন, ফকিরবাবু? চিনতে পারেন?

ফকির। কে? আপনাকে যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে!

সুবালা। চেনা ত উচিত, অন্ততঃ। কারণ, সম্পর্কটা বড়ই মধুর এবং ঘনিষ্ঠ। হৈমবতীকে মনে পড়ে?

ফকির। এঁ্যা আপনি সব জানেন, দেখছি—বাঁচান, আমাকে। এঁরা কিছুতে আমার উপর দখল ছাড়েন না। আমার মারা পড়বার জো হয়েছে!

সুবালা। সন্ন্যাসাশ্রম কেমন, দেখলেন? বুদ্ধ চৈতন্যর পথটা এখনো ভালো লাগছে? যাক্, দুই স্ত্রী পেয়েছেন, একেবারে প্রেমের বন্যায় ভাসছেন! দুঃখ কি, বলুন। হাতে পায়ে দড়ি অবধি পড়েছে

যে, দেখছি! ইস্, প্রেমের বড় কঠিন বাঁধন দেখছি এঁ্যা! খুলে দিতুম, কিন্তু তাহলে নেহাৎ সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কাজটা হয়ে পড়ে। থাক্, যে খোলবার সেই এসে খুলবে'খন।

ফকির। সম্পর্কটা অনুমানে বুঝছি—আপনি আমাদের চাকলার বাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতেন, না? আপনি বুঝি, আমার শা—শা—শা—

সুবালা। সা—সা—সা নয়! রে গা মা পা ধা নি! এখনো যে, রাগিণী ভাঁজছেন!

ফকির। দোহাই আপনার, বাঁচান আমাকে! দুরবস্থাটা দেখুন, একবার—দাড়ী কামিয়ে দিয়েছে, টিকি কেটে দিয়েছে! আপনার সামনে নাকে খৎ দিচ্ছি—আর কখনো সন্ন্যাসের নাম করবনা। এবার সংসারে খুব মন দোব। এদের খপর বলতে পারেন, কিছু? আমি ত হিমুকে একটা চিঠি দিয়েছি; এঁদের চাকরকে অনেক বলে-কয়ে, ডাকে দিতে দিয়েছি। জানিনা, দিয়েছে কি না!

সুবালা। হাঁ, দিয়েছে। সেই চিঠি পেয়েই ত আমরা এসেছি। এঁদের সঙ্গে আমারো একটু সম্পর্ক আছে কি না! হিমু এসেছে। আপনার মাও এসেছেন।

ফকির। কৈ? এখানে এসেছে! আঃ, বাঁচান আপনারা! আমাকে বাড়ী নিয়ে চলুন।

সুবালা। এই যে, আপনার নবপরিণীতা দুই স্ত্রী আসছেন! এঁদের সঙ্গে আগে একটু প্রেমালাপ করুন!

ফকির। এঁ্যা, আবার আসছে! উঃ, আবার সেই রকম মোলায়েম প্রহার চল্‌বে দেখচি! উঃ, এবার নিশ্চয়ই মারা যাব! আপনি বলে-কয়ে আমাকে উদ্ধার করুন।

কামিনী ও মুরলার প্রবেশ ।

সুবালা। নাও, ভাই, মাখনদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও। মাখনদার মাথা খারাপ হয়েছে, আমাকে চিনতে পারছেন না। শালী, শালী বলছেন। মামাকে বলে কবিরাজ দেখাও ছোটবৌ—

প্রস্থান।

ফকির। ওকি, ওকি, চলে গেলেন কোথায়? এখন ঠাট্টা তামাসার সময় নয়—

কামিনী। কি? কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে, যাবার ইচ্ছে হয়েছে?

মুরলা। হাত পা বাঁধা যে—খুলে দি—

কামিনী। তোর আর অত দরদ দেখাতে হবেনা লো—তুই থাম্। উঃ, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, পা-টা ধরে, হিড়হিড় করে, বাড়ীর ভিতর টেনে নিয়ে যাই! কি বলব, এখানে সব পুরুষমানুষ রয়েছে!

ফকির। ক্ষমা করুন, তাতে আর অধিক যন্ত্রণা কি হবে, বলুন? ঐ যিনি এইমাত্র চলে গেলেন, তাঁকে বরং আমার পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করুন, আমার নাম ফকির কি না, উনি সম্পর্কে আমার শালী হচ্ছেন।

কামিনী। পোড়াকপাল তোমার, বোনকে শালী বলছ?

ফকির। আপনাদের সকলকার চোখ-মাথা, দুই খারাপ হয়েছে, দেখছি, মা—

কামিনী। আবার মা? মারি মিন্‌সের নাকে ঘুসি—

(কথাবৎ কার্য্য।)

ফকির। উঃ, মাগো, একেবারে মেরে ফেল্‌লে!

[নেপথ্যে—আরে এই যে আমাদের মাখনলাল, আমাদের মাখন]

মাখনলালের প্রবেশ।

মাখনলাল। কি? আমার অবিদ্যমানে বেশ একটা পুষ্যিস্বামী সংগ্রহ করেছ, দেখছি, যে!

মুরলা। ও মা, একি!

কামিনী। তাই ত'।

মাখন। নাঃ, মশায়, আপনাকে আর কষ্ট দেব না! আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা, মহাপাতক! কিছু মনে করবেন না, আপনি সম্পর্কে আমার ভগ্নীপতি হন্। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কিছু পরিহাস হয়নি! এ দুটি আমারি,—একটী দড়ি, আর একটি কলসী।

(বাঁধন খুলিয়া দিল।)

কামিনী। এ্যাঁ, আমিও ত তাই বলি, এত মার খেয়েও চুপ করে থাকে, কখনো সে নয়!

মুরলা। ছি ছি, কি লজ্জা—

(পলায়নোদ্যোগ)

মাখন। (দুই হাতে দুজনের হাত ধরিয়া) পালাও, কোথা? নন্দায়ের সঙ্গে পরিহাসটা হল, কেমন? ফকিরবাবু, কিছু মনে করবেন না—

ফকির। আজ্ঞে, না! মনে করবার কিছু নাই। আমি বড় আরামেই ছিলাম। কিন্তু, মশায়, আপনি আজ না এলে, রাত্রে, আমি আত্মহত্যা করব, স্থির করেছিলুম।

কামিনী ও মুরলার প্রস্থান।

মাখন। যাক্—সুবালা, হিমু এসেছে! আমি সুবালার মুখে সব শুনলাম। হিমু এখনি আসবে'খন! আপনার মাকে নিশ্চিন্ত চিত্তে

আহ্নিকে বসিয়া দেওয়া গেছে। জানেন ত, দশচক্রে ভগবান অবধি ভূত হয়েছিলেন, আপনি যে মাখনলাল হবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি ?

ফকির। এর চেয়ে ভূত হওয়া যে লক্ষগুণে ভালো, মশায়—জানেন না ত, কি এ কঠোর যন্ত্রণা—

ষষ্ঠিচরণ প্রভৃতির পুনঃ-প্রবেশ।

হাবুল। আমার তখনি একটু সন্দেহ হয়েছিল, আমাদের মাখন এত গম্ভীর নয় !

নবীন। তার রঙটাও এত ফর্সা নয়—

হাবুল। অমন সে ফুর্ত্তিবাজ—বরাবর ত আমি তাই বলছিলুম, তোমরা শুনলে না ? ওহে মাখন, এরা ভারী ভুল করেছিল—

নবীন। থাম তুমি, তুমিই ত আগাগোড়া সব যোগবল বলে তর্ক করে আসছো—

ষষ্ঠি। বাবা মাখন, আমরা ভুল করে এঁকে মাখন মনে করেছিলুম ! এই জন্যই ইনি বাড়ীর মধ্যে যেতে চাইতেন না ! (ফকিরের প্রতি) যাক্, বাবা, কিছু মনে করোনা, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়—

ফকির। তা বলে এমন সাংঘাতিক ভুল !

ষষ্ঠি। গঙ্গাধরের জামাই তুমি—সে একই ঘর বলতে গেলে। সুবালার কথাতেও প্রথমটা ভুল ভাঙেনি, আমার ! যাক্ বাবা, তোমার মা, পরিবার, সব এসেছেন। দুদিন এখানে থাকো, তারপর বাড়ী যেয়ো—

মাখন। আমরা তবে আসি। এদের একবার পাঠিয়ে দি—দু' এক দিন থাকতে আপত্তি হবেনা, বোধ হয়, ফকিরবাবু ! ভয়ের ত আর কোন কারণ নেই, দড়ী-কলসী দুটি আমি সরিয়ে নিয়েছি—

ফকির ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

২৪।৩।৫৩

ফকির। উঃ, যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

সুবালা ও হৈমবতীর প্রবেশ।

সুবালা। হিমু, এই দেখ তোমার মাখনদাদা—

হৈমবতী। য্যাঃ—ও কি কথা?

সুবালা। ফকিরবাবু, নাকে খৎ দিন, তা হলে—মনে থাকবে ত!

ফকির। কাণ মলছি, এই। (কর্ণ মর্দ্দন)

সুবালা। আপনার তানপুরোটা দেখছি না, যে!

ফকির। এরা ভেঙে দিয়েছে, সেটা।

সুবালা। এঁ্যা—অত সাধের তানপুরো! আহাহা! হিমু, তুমি কিন্তু খুব কড়কে নিও, বেরাল আড়াই পা গেলেই, সব ভুলে যায়—জানো ত!

ফকির। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন! নেড়া দুবার বেলতলা যায় না—

সুবালা। বেশ, বেশ, শুনে বড় সুখী হলুম। তা, এখন আসি।

প্রস্থান।

ফকির। হিমু! ক্ষমা কর, আমাকে! তোমাদের বড় কষ্ট দিয়েছি, আমি। এবার থেকে আমি সংসারের কাজের যোগ্য হব।

হৈমবতী। ছিঃ, ক্ষমা চাইছ, কেন? তুমি আমার মাথার মণি! মাখনদা'রা কিন্তু দু-এক দিন ছাড়চেন না। বড় ভাল লোক, এঁরা! সে সব কথা পরে বলব'খন! তোমাকে খাওয়াবার জন্য পুকুরে এই সন্ধ্যাবেলাতেই জাল ফেলালেন!

ফকির। মা, কোথায়?

হৈমবতী। তিনি আহ্নিক কচ্চেন! আহা, বুড়োমানুষের আজ কত আহ্লাদ! তুমি তাঁকে প্রণাম করবে, এস।

যবনিকা।